পর্য্যন্ত) আপনার অপরাধ সহ্য করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বৃকোদর ও তাঁহার অনুজগণ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন। (দেখিতেছি) আপনি সেই বৃকোদরকে অত্যন্ত ভয়ও করিয়া থাকেন। আরও, দেখুন মুকুন্দ পৃথাপুত্র দিগকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দ সাক্ষাৎ ভগবান্;[১] ব্রাহ্মণ ও দেবগণে পরিবৃত;[২] প্রধান যদুবংশীয়-দিগের পূজ্য[৩] এবং যাবতীয় রাজচক্রবর্ত্তীর জেতা[৪]। অপর, তিনি এক্ষণে আপনার নগরেই পরম-সুখে অবস্থিতি করিতেছেন।[৫] আপনি যাহাকে পুত্র বলিয়া স্নেহ করিতেছেন, সে মূর্ত্তিমান্ দোষরূপে আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছে; কারণ সে কৃষ্ণ-দ্বেষী। (তাহাকে অপত্যও[৬] বলা যায় না) যে হেতু সে কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইয়া রাজ্য-শ্রী নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব আপনি কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই অমঙ্গলকর পুত্রকে পরিত্যাগ করুন।

স্পৃহণীয়-চরিত্র বিদুর এই কথা কহিলে পর দুর্যোধন পরিবর্দ্ধিত-কোপ-জন্য-স্ফুরিতাধরে কর্ণ, দুঃশাসন, ও শকুনির সহিত (এক বাক্যে) তাঁহাকে তিরস্কার করত কহিল, এই দাসীপুত্রকে কে এই স্থানে আহ্বান করিল? এ অত্যন্ত কুটিল; কারণ যে বলীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহারই মন্দ-

---

১ অর্থাৎ, প্রাকৃত নহেন।
২ অর্থাৎ, যে পক্ষে মুকুন্দ সেই পক্ষেই দেব ও ব্রাহ্মণগণ।
৩ অর্থাৎ, তিনি যে পক্ষে যদুবংশীয়েরাও যেই পক্ষে।
৪ অর্থাৎ, রাজাও তাঁহার পক্ষ।
৫ অর্থাৎ, তিনি অন্যত্র গমন করেন নাই।
৬ পুত্র হইতে পতন হয় না, এই নিমিত্ত তাহার নাম "অপত্য"।

চেষ্টা করিয়া পরের কার্য্য সাধন করিতেছে। অতএব কেবল জীবনমাত্র রাখিয়া ইহাকে নগর হইতে নির্বাসিত কর।

কর্ণ-শূল-স্বরূপ এবংবিধ পরুষ বাক্যে বিদুরের মর্ম্মে আঘাত লাগিল বটে; কিন্তু তিনি তাহাতে ব্যথিত হইলেন না। কারণ তিনি জ্ঞাত ছিলেন, মায়াবশেই ঐ সকল ঘটিয়া উঠিয়াছে। অতএব তিনি আপনিই পুরদ্বারে শরাসন রক্ষা করিয়া হস্তিনা-নগর হইতে নির্গত হইলেন। নির্গত হইয়া কুরুবংশীয়দিগের পুণ্যবলে পুণ্যোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত তীর্থ-পাদ শ্রীহরির যাবতীয় ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল ক্ষেত্রে হরি সহস্র-মূর্ত্তি[১] ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিতেছেন। যে সকল পবিত্র নগর, উপবন, পর্ব্বত, কুঞ্জ, নির্মলতোয়া তটিনী, সুবিমল সরসী ও তীর্থ-ক্ষেত্র অনন্ত পুরুষের মূর্ত্তি দ্বারা ভূষিত হইয়াছে বিদুর একাকী সেই সর্ব্ব স্থানেই বিচরণ করিলেন। পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি হরিতোষণের জন্য ব্রতেরও অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অতি পবিত্র ও অসঙ্কীর্ণ[২] সামগ্রী আহার; সদা সর্ব্বদা তীর্থ-জলে স্নান এবং ভূমিতে শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অঙ্গের সংস্কার করিলেন না। বল্কলাদি অবধুত-বেশ ধারণ করিলেন; সুতরাং আত্মীয়েরাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

এই রূপে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে করিতে বিদুর যখন কাল-ক্রমে প্রভাস-তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পৃথা-নন্দন

---

১ ব্রহ্ম, রুদ্র প্রভৃতি।

২ অমিশ্রিত—অর্থাৎ, শুদ্ধ।

যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে একচক্রা[১] ও একচ্ছত্রা[২] পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। ক্ষত্তা সেই প্রভাস-তীর্থে শুনিতে পাইলেন বন্ধুবর্গ[৩] বেণুজ-বহ্নি-সংযোগে বনের ন্যায়, গর্ব্ব-জন্য-দাহে দগ্ধ হইয়াছেন, তখন সাতিশয় অনুতাপ করিয়া মৌনাবলম্বন করত উত্তরাভিমুখে সরস্বতী যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই তটিনীর তটস্থিত ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ এবং শ্রাদ্ধ-দেবের সেই সেই নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ-সমূহ সেবন করিলেন। এতদ্ভিন্ন ঋষিগণ যে সকল হরিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাতে চক্র-চিহ্নে চিহ্নিত মন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল, সুতরাং যাহা দর্শন করিলেই হরিকে স্মরণ হইত, ক্ষত্তা সে সমুদায়ও সেবা করিলেন। এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অবশেষে যখন যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবও সেই সময় সমৃদ্ধিশালী সুরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য ও কুরু-জাঙ্গল অতিক্রম করিয়া সেই স্থানেই উত্তীর্ণ হইলেন।

বিদুর বাসুদেবের অনুচর এবং বৃহস্পতির পূর্ব্ব-শিষ্য শান্ত-মূর্ত্তি উদ্ধবকে দর্শন করিয়া প্রণয়-বশতঃ প্রীত চিত্তে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করত ভগবৎপোষ্য বন্ধুদিগের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, (উদ্ধব!) যে দুই পুরাণ পুরুষ[৪] স্বনাভি-সম্ভূত ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন-দ্বারা সকলের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহারা ত এক্ষণে বসুদেব-ভবনে সুখে অবস্থিতি করিতেছেন?

---

১ যাহাতে এক ব্যক্তির ভিন্ন আর কাহারও সৈন্য নাই।
২ যাহাতে এক জনের ভিন্ন আর কাহারও ছত্র (রাজচ্ছত্র) নাই।
৩ কৌরবগণ। ৪ রাম কৃষ্ণ।

আমাদিগের পরম সুহৃৎ কৌরব-পূজ্য যে বদান্য বসুদেব ধনদান-দ্বারা ভগিনীপতিদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনি ত কুশলে আছেন? যদুদিগের সেনাপতি মহাবীর প্রদ্যুম্নের ত মঙ্গল? প্রদ্যুম্ন পূর্ব্ব জন্মে কাম ছিলেন। রুক্মিণী ব্রাহ্মণের আরাধনা করিয়া ভগবানের ঔরসে তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। উদ্ধব! সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ ও দাশার্হদিগের অধিপতি উগ্রসেন ত সুখে আছেন? তিনি রাজ-সিংহাসনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করত ভয়ে দূরবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; পশ্চাৎ পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন। সৌম্য! রথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অনুরূপ তনয় সাধু সাম্বের ত কুশল? পূর্ব্ব জন্মে অম্বিকা যে কার্ত্তিকেয়কে প্রসব করিয়াছিলেন, বিশিষ্ট ব্রতচারিণী জাম্ববতী ইহজন্মে তাঁহাকেই সাম্বরূপে প্রসব করিয়াছেন। যে সাত্যকি অর্জ্জুনের নিকট হইতে অতিগূঢ় ধনুঃশিক্ষা এবং সেবা করিয়া কৃষ্ণের নিকট হইতে যোগীদিগেরও দুষ্প্রাপ্য তদীয় গতি, লাভ করিয়াছেন, তাঁহার ত মঙ্গল? বিদ্বান্ অক্রূর ত কুশলে আছেন? তিনি পাপ-স্পর্শ-শূন্য ও ভগবানের একান্ত অনুগত। (তাঁহার ভক্তির কথা আর কি বলিব!) শ্বফল্কতনয় প্রেমভরে ধৈর্য্যহীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নে চিহ্নিত মার্গধূলায় বিলুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ত্রয়ী[১] যেরূপ যজ্ঞ-বিতান-রূপ অর্থকে ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি দেব শ্রীবিষ্ণুকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই দেবজনীন[২]-তুল্যা ভগবজ্জননী দেবকনামা-ভোজরাজ-দুহিতা[৩] ত কুশলে

১ বেদ। ২ অদিতি। ৩ দেবকী।

আছেন? উপাসকের অভীষ্টদাতা তোমাদিগের ভগবান্ অনিরুদ্ধ ত সুখে আছেন? বেদে কহিয়া থাকে, অনিরুদ্ধ অন্তঃকরণের চতুর্থ অধিষ্ঠাতা[১]; সুতরাং মনের প্রবর্ত্তক। অতএব শব্দের উৎপত্তিস্থান।[২] সৌম্য! হৃদীক, সত্যভামা-নন্দন, চারুদেষ্ণ, গদ প্রভৃতি অন্যান্য যাদবগণ, যাঁহারা নিজ[৩] আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত ভাবে সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া বিচরণ করিতেছেন?

উদ্ধব! যে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় বিজয়-পরম্পরা-রূপিণী সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া দুর্যোধন পরিতাপিত হইয়াছিল, তিনি অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে নিজ বাহু আশ্রয় করত ধর্ম্ম পূর্ব্বক ধর্ম্মের মর্য্যাদা ত প্রতিপালন করিতেছেন? গদাহস্তে নানারূপে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, রণভূমি যাঁহার পাদপ্রক্ষেপ সহ্য করিতে সমর্থ হন না, সেই ভীমরূপী মহাসর্প বহু কাল পর্য্যন্ত কৃতাপরাধ কৌরবদিগের যে মন্দ-চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা হইতে কি নিবৃত্ত হইয়াছেন? রথ-যুথপদিগের[৪] মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যশস্বী নষ্টশত্রু যে গাণ্ডীব-ধন্বার শর-জালে আচ্ছন্ন হইয়া কপট-কিরাতবেশ-ধারী কৈলাসনাথ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি ত কুশলে

---

১ শ্রুতি আছে, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন অন্তঃকরণের চারি ভেদ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি জন ক্রমান্বয়ে তাহাদিগের অধিষ্ঠাতা।

২ শ্রুতি আছে, মন হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়। অনিরুদ্ধ মনের অধিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক, সুতরাং তিনি শব্দের উৎপত্তি-স্থান।

৩ দেহ ভিন্ন।

৪ যাঁহারা একাকী অনেক রথীকে রক্ষা করেন।

আছেন? অশ্বিনী-কুমার-যুগলের তুল্য যমজ নকুল ও সহদেব মাদ্রীর সন্তান বটেন; কিন্তু পক্ষ্ম যেরূপ চক্ষুর্দ্বয়কে আবৃত করিয়া রাখে, কুন্তীর পুত্রগণ সেইরূপ তাঁহাদিগের উভয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদিগকে কুন্তীর পুত্রই বলিতে হইবে। উদ্ধব! গরুড় ইন্দ্রের ন্যায়, তাঁহারা দুই জনে দুর্যোধনের হস্ত হইতে আপন পৈতৃক অংশ উদ্ধার করিয়া ত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেছেন? যে রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় বীর পাণ্ডু একাকী এক রথে আরোহণ করিয়া চতুর্দিক্ জয় করিয়াছিলেন, অহো! পৃথা কি তাঁহার বিরহে অদ্যাপি কেবল সন্তানের নিমিত্ত জীবন ধারণ করিয়া আছেন? আমার যে ভ্রাতা তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতার প্রতি হিংসা প্রকাশ করিয়াছিলেন;[১] এবং যিনি পুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া পরম সুহৃৎ আমাকে নগর হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, সোম্য! তাঁহার নিমিত্ত এক্ষণে আমার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার সে কার্য্যে আমার বিস্ময় নাই। যে বিধাতা হরি মানুষ-রূপ ধারণ করিয়া মানুষচক্ষের ভ্রমোৎপাদন করিতেছেন, আমি এক্ষণে তাঁহার কৃপায় তাঁহারই পদবী নিরীক্ষণ করত বিচরণ করিতেছি।

যে সকল রাজারা মদত্রয়ে[২] মত্ত হইয়া আপন সৈন্য দ্বারা পৃথিবী বিচলিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছিল, হরি প্রপন্ন-তারণের নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার করিবার জন্যই কুরুবংশীয়-

---

১ অর্থাৎ তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগকে নির্ব্বাসন প্রভৃতি বিবিধ কষ্ট দিয়াছিলেন।

২ বিদ্যামদ, ধনমদ ও কৌলীন্যমদ।

দিগকে প্রথমতঃ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম-রহিত ও কর্ম্ম-শূন্য বটেন, কিন্তু উৎপথগামী দুরাত্মাদিগের সংহার এবং মনুষ্যদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ ও কার্য্য-স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে কোন্ ব্যক্তি গুণাতীত হইয়া দেহযোগ বা কর্ম্ম বিস্তার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন? জন্ম-রহিত ভগবান্ তাঁহার যাবতীয় প্রপন্ন লোকপাল এবং তাঁহার শাসনবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের হিত-সাধনের নিমিত্ত যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সখে! তাঁহার কীর্ত্তি সংসার-তারিণী। এক্ষণে তাঁহার সংবাদ বল।

বিদুর এবং উদ্ধবের কথোপকথন-নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুক বলিলেন, বিদুরের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণ মনে পড়িল। তজ্জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ তিনি সহসা প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কৃষ্ণ গঠন করিয়া তাঁহার পূজা করত বাল্য-ক্রীড়া করিতেন, এবং সেই সময় তাঁহার জননী প্রাতর্ভোজন লইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। অপর তিনি কৃষ্ণের সেবায় কালাতিপাত করিয়াই বৃদ্ধ হইয়াছেন। অতএব সংবাদ-প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে সেই প্রভুর চরণপদ্ম আবির্ভূত হইল। সুতরাং তিনি কি রূপে সহসা প্রত্যুত্তর

প্রদান করিতে পারিবেন! কৃষ্ণের চরণ-সুধায় একান্ত নির্বৃত এবং বিবশতা-সম্পাদক ভক্তিযোগ হেতু তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক উদ্ভিন্ন হইল এবং মীলিত-নেত্র হইতে অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ভগবানের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ছিল তিনি যেন তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। সুতরাং বিদুর বুঝিতে পারিলেন, "ইনি কৃতার্থ হইয়াছেন"।

উদ্ধব এই রূপে ক্ষণকাল ভগবল্লোকে অবস্থিতি করিয়া পশ্চাৎ অল্পে অল্পে মনুষ্য-লোকে প্রত্যাগমন করত [১] নেত্র-যুগল মার্জ্জন করিতে করিতে বিস্মিত চিত্তে বিদুরকে প্রত্যুত্তর করিলেন। কহিলেন, মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণ-রূপী দিনমণি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন; এবং কালস্বরূপ অজগর আমাদিগের গৃহ গ্রাস করিয়াছে; অতএব বন্ধুদিগের আর কি কুশল বলিব? অহো! মনুষ্যদিগের, বিশেষতঃ যাদবদিগের ভাগ্য কি মন্দ! জলবিহারী মীন যেরূপ প্রতিবিম্বিত শশধরকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহারা একত্রে বাস করিয়াও কৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন না! যাদবেরা অন্যের হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিতেন; এবং বিলক্ষণ চতুরও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাগ্য এরূপ মন্দ যে একত্রে বাস করিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বভূতের আলয় রূপে জ্ঞান না করিয়া যদুশ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ করিতেন! (শিশুপাল প্রভৃতি) অন্যান্য ব্যক্তিগণ দ্বেষ করিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বাক্যে আমাদিগের বুদ্ধির ভ্রম জন্মিত না। আমাদিগের চিত্ত সেই হরিতেই নিক্ষিপ্ত ছিল।

---

১ অর্থাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া।

হরি এত দিন তপস্যাহীন, সুতরাং বিফল-দৃষ্টি মনুষ্য-দিগকে আপন প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে লোকের লোচন আচ্ছাদন করিয়া[১] অন্তর্হিত হইয়াছেন। ভগবান্ আপন যোগ-মায়ার ক্ষমতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ-অঙ্গবিশিষ্ট, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরমপদ সুতরাং তাঁহার নিজেরও বিস্ময়জনক সেই মর্ত্ত্যলীলা-সাধন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নয়নের পরমানন্দকর সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, তখন ত্রিলোক-বাসী সকলে দর্শন করত বিবেচনা করিয়াছিলেন, বুঝি বিধাতা তাঁহার যাবতীয় নির্ম্মাণ-কৌশল এই একমাত্র মূর্ত্তি-নির্ম্মাণেই ব্যয় করিয়াছেন। যখন তিনি সেই রূপে অনুরাগ-মৃক্ষিত হাস্য, রাসলীলা ও অবলোকন দ্বারা ব্রজ-কামিনীদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন, তখন তাহারা আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলেও নয়ন এবং মনো দ্বারা তাঁহার অনুগমন করিত।[২]

সংসারে যে কোন শান্ত বা অশান্ত মূর্ত্তি আছে, সে সমুদায়ই সেই ভগবানের স্বরূপ। যখন অশান্তরূপ শান্তরূপকে পীড়ন করে, তখন সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ অজ হইয়াও, যেরূপ অগ্নি মহাভূতরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইয়াও কাষ্ঠাদিতে আবির্ভূত হয়, সেইরূপ মহত্তত্ব এবং কার্য্য-লেশের সহযোগে জন্ম গ্রহণ করেন।

ভগবান্ অজ হইয়াও যে বসুদেবের বন্ধনাগারে মনুষ্যের ন্যায় জন্ম-গ্রহণ অনুকরণ করিয়াছিলেন,[৩] এবং অনন্তবীর্য্য

১ অর্থাৎ সেরূপ দৃশ্য বস্তু পৃথিবীতে আর নাই।

২ অর্থাৎ একমনে তাঁহারই দিকে চাহিয়া থাকিত।

৩ অর্থাৎ নৃসিংহাদির ন্যায় অকস্মাৎ আবির্ভূত হন নাই।

হইয়া যে কংস-ভয়ে প্রচ্ছন্ন রূপে ব্রজে বাস এবং কাল-যবনাদির ভয়ে নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমারও চিত্ত বিকল হইতেছে। তিনি মাতা পিতার চরণ গ্রহণ করিয়া কহিতেন, মাতঃ! পিতঃ! আমরা[১] আপনাদিগের সেবা করি নাই। সুতরাং আমাদিগের অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনারা আমা-দিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। মহাশয়! এই বাক্য যখনই স্মরণ হয়, আমার চিত্ত তখনই ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহার স্ফূর্ত্তিমতী-ভ্রূলতা-রূপ কৃতান্ত ভূমির ভার হরণ করিয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার চরণরেণু এক বার সেবন করিয়া বিস্মৃত হইতে পারেন? যোগী সকল যে সিদ্ধি কামনা করিয়া সম্পূর্ণ রূপে যোগে প্রবৃত্ত হন, আপনারা দেখিয়াছেন, শিশুপাল রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিয়াও সেই সিদ্ধি লাভ করি-য়াছিল! অতএব কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারে? যে সকল বীর মনুষ্যগণ যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের বাণাঘাতে পবিত্র হইয়া নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখারবিন্দ অব-লোকন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গুণত্রয়ের, লোক-ত্রয়ের ও পুরুষত্রয়ের অধীশ্বর। অতএব তাঁহার সমান বা শ্রেষ্ঠ অন্য কেহই নাই। অপর, পরমানন্দ-স্বরূপ নিজ সম্পত্তি সম্ভোগ করিয়াই তাঁহার সমস্ত ভোগ চরিতার্থ হইয়াছিল। লোকপালগণ উপঢৌকন গ্রহণ করত আগমন করিয়া তাঁহার পাদপীঠ বন্দন করিতেন। তথাপি তিনি উগ্রসেনের ভৃত্য

১ আমি ও রাম।

হইয়া তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, "দেব! আমি যাহা বলিতেছি, অবধারণ করিতে আজ্ঞা হউক্।" মহাশয়! ইহা স্মরণ করিলে তাঁহার ভৃত্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হই।

অহো! অসাধ্বী পুতনা প্রাণনাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইয়াছিল, তথাপি সে যশোদার ন্যায়ই সদ্গতি প্রাপ্ত হয়? অতএব তিনি ভিন্ন আর কাহাকে দয়ালু ভাবিয়া তাঁহার শরণাগত হইব? যে সকল অসুরেরা যুদ্ধস্থলে সম্মুখ-পাতী তার্ক্ষ্যনন্দন গরুড়ের স্কন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি চিত্ত বিনিবিষ্ট করিয়াছিল, মহাশয়! আমি তাহাদিগকেও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া বোধ করি।

ভগবান্ এই পৃথিবীর মঙ্গলসাধন করিবার জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় কংসের বন্ধনাগারে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মিবামাত্র তাঁহার পিতা কংসের ভয়ে তাঁহাকে ব্রজে রাখিয়া আইসেন। ভগবান্ আপন তেজ প্রচ্ছন্ন করিয়া বলরামের সহিত তথায় একাদশ বৎসর বসতি করেন। সেই কালে বিভু গোপালগণে পরিবৃত হইয়া বৎস চারণ করত নানা-পতত্রি-নিনাদিত বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ যমুনার তীরজাত উপবনে বিহার করিতেন। কমনীয়-রূপ সিংহদর্শন দেবকীনন্দন কখন হাস্য, কখন বা রোদন করিয়া ব্রজবাসিদিগকে মনোহর বাললীলা প্রদর্শন করিতেন; এবং লক্ষ্মীর নিবাসভূত শুভ্রবর্ণ-গোবৃষভসঙ্কুল গোধন চারণ করিতে করিতে বেণুগানে অনুগামী গোপদিগকে আনন্দিত করিয়া ক্রীড়া করিতেন। তথায় তিনি বাল্যকালেই কংস-প্রেরিত

কামরূপী মায়াজীবী রাক্ষসদিগকে ক্রীড়ার নিমিত্ত তৃণাদিনির্মিত রাক্ষসাদির ন্যায় অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছিলেন। গোপগণ বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলে পর তিনি ভুজগপতি (কালীয়কে) দমন করত তাঁহাদিগকে সচেতন করিয়া পুনর্বার যমুনার বিষশূন্য বারি পান করাইয়াছিলেন। গোপরাজ নন্দের অতিসমৃদ্ধ সম্পত্তির সদ্ব্যয় এবং ইন্দ্রের মানভঙ্গ করিতে মানস করিয়া তিনি তাঁহাকে গোযজ্ঞ[১] করাইয়াছিলেন। তাহাতে ভগ্নমান হইয়া পুরন্দর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর যখন ব্রজবাসিগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তিনি অনুগ্রহ-বশে লীলাতপত্রের ন্যায় গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্রজে যখন শরৎকালীন সন্ধ্যাসময় শশি-কিরণচ্ছলে হাসিতে থাকিত, শ্রীকৃষ্ণ তখন মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে ভূষণস্বরূপ হইয়া রমণীকুলের সহিত ক্রীড়া করত তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

উদ্ধব বলিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলদেব-সমভিব্যাহারে পিতা মাতার ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত অত্যুচ্চ রাজমঞ্চ হইতে কংসকে পাতিত

১ গোপূজা।

করিলেন। তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি বল পূর্ব্বক তাহার মৃতদেহ ভূমিতে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট একবারমাত্র উপদেশ পাইয়া ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন, এবং পঞ্চজনের উদর ভেদ করিয়া তাঁহার মৃত পুত্রকে আনয়ন করত গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্মক-নন্দিনী রুক্মিণীর সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অনেকানেক নরপতি সমাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গান্ধর্ব্ব-নিয়মানুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সুতরাং গরুড় যেরূপ সুধা হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি সমস্ত নৃপতি-বর্গের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপনার অংশ-ভূতা সেই রুক্ম-দুহিতাকে হরণ করিলেন।

বসুদেব-নন্দন স্বয়ংবর-স্থলে নাসিকা বিদ্ধ করত বৃষভ-সমূহ দমন করিয়া নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃষভ দমন করাতেই রাজাদিগের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা তখনও নাগ্নজিতীকে কামনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আপন শস্ত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন; অথচ স্বয়ং কোন আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না।

ভগবান্ স্বাধীন বটেন। কিন্তু সাধারণ স্ত্রৈণ ব্যক্তির ন্যায় প্রিয়ায় (সত্যভামার) প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত পারিজাত হরণ করিয়াছিলেন। পুরন্দর মহিষীদিগের ক্রীড়া-মৃগ ছিলেন, সুতরাং তিনি স্ত্রীর আজ্ঞায় কোপান্বিত হইয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে সেই সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করেন।

যে ধরিত্রী-তনয় (কুজ) আপনার শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছিল, কৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে চক্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবী তদ্দর্শনে তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে অবশিষ্ট রাজ্য সমর্পণ করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। কুজ অন্তঃপুর-মধ্যে অনেকানেক রাজকন্যা আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহারা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রতি হর্ষ, ক্রীড়া ও অনুরাগ-সংবলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ভিন্ন ভিন্ন অনুরাগ অনুসারে সকলেরই চিত্ত-তুষ্টি উৎপাদন করিয়া বৈবাহিক-বিধি-ক্রমে আপন মায়ার প্রভাবে এক কালেই সকলের পাণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মায়ার বহুরূপ বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই সকল রাজ-নন্দিনীর প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশ পুত্র উৎপাদন করিলেন:

কালযবন, মাগধ, সাল প্রভৃতি দৈত্যগণ সৈন্য দ্বারা দ্বারাবতী অবরোধ করিলে পর দেবকীনন্দন আপনিই[১] তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া নিজপক্ষীয় জনগণের তেজ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি প্রদ্যুম্ন ও বলরামাদির দ্বারা শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্কল, দন্তবক্র প্রভৃতি অন্যান্য কতকগুলাকেও নিপাত করেন।

অনন্তর তোমার ভ্রাতৃপুত্রদিগের উভয়-পক্ষীয় রাজগণ আপন আপন সৈন্য লইয়া পৃথিবী প্রকম্পনপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে পর যাদব তাহাদিগের সকলকে সংহার করি-

১ অর্থাৎ মুচুকুন্দ ভীম প্রভৃতি কেবল উপলক্ষমাত্র।

লেন। কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির কুমন্ত্রণা-বিপাকে দুর্যোধনের সম্পত্তি ও পরমায়ু শেষ হইল এবং তিনি ভগ্নোরু হইয়া অনুচর-বর্গের সহিত ধরা-পৃষ্ঠে শয়ন করিলেন; তথাপি কৃষ্ণের আনন্দ হইল না। কারণ, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও ভীম কর্ত্তৃক অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত হইয়া পৃথিবীর কত ভারই বা নাশ হইল! এখনও অস্মৎ-পক্ষীয় দুর্বিসহ যদুকুল বর্ত্তমান রহিয়াছে! তাহারা যখন মধুমদে সম্পূর্ণ মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই বিনষ্ট হইবে। ইহা ভিন্ন তাহাদিগের সংহারের আর অন্য উপায় দেখিতেছি না। (তাহারা পরস্পর একাত্মা বটে) কিন্তু আমি অন্তর্হিত হইতে ইচ্ছা করিলে তাহারা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে।

মহাশয়! ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার রাজ্যে স্থাপন করত সাধুসম্মত পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক বন্ধুদিগের আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু উত্তরার গর্ভে উৎকৃষ্ট পুরুবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র-দহনে উহা দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পুনর্বার রক্ষা করিলেন।

অনন্তর বিভু ধর্ম্মনন্দনকে তিন অশ্বমেধ করাইলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া অনুজদিগের সহিত পৃথিবী পালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে বিশ্বাত্মা ভগবান্ও লোক এবং বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া দ্বারাবতী নগরীতে অভিলাষ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষয়ে আসক্ত হইলেন না। প্রকৃতি ও পুরু-

যের বিবেক আশ্রয় করিলেন। সুমিষ্ট হাস্য, দৃষ্টিক্ষেপ, পীযূষ-তুল্য বাক্য, নির্ম্মল চরিত্র ও লক্ষ্মীর নিবাসভূত আপন দেহ দ্বারা ইহ এবং পরলোক, বিশেষতঃ যদুবংশীয়দিগকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে অবসর-ক্রমে ক্ষণকালমাত্র স্ত্রীদিগের সহিত বিহার করিতেন।

এই রূপে আমোদ প্রমোদে অনেক বৎসর অতিবাহিত হইল। অবশেষে গৃহধর্ম্ম ও ভোগ-সাধন-দ্রব্য-জাতের প্রতি ভগবানের বৈরাগ্য জন্মিল। অহো! কামাদি ভগবানের নিজের অধীন। যখন তাঁহারই সেই সকলে বিরাগ জন্মিল, তখন যে সকল পুরুষ দৈবের অধীন, এবং যাহাদিগের কামাদিও দৈবায়ত্ত, তাহাদিগের কি সেই সকলে বিশ্বাস বা প্রতীতি হইতে পারে? আর যদিই যোগ দ্বারা কামাদি হইতে পারিত, তাহা হইলেই কি যোগীরা তাহাতে সতুষ্ট হইতেন? (কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। কারণ,) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই অনুবর্ত্তী।

মহাশয়! এক দিন যদু ও ভোজ-বালকেরা নগরী-মধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিদিগের কোপোৎপাদন করিলেন। মুনিগণ ভগবানের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া-ছিলেন; সুতরাং (এক্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়া) বালকদিগকে অভিশাপ করিলেন। তাহার পর কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে ভোজ, অন্ধক ও যাদবগণ সকলে আনন্দিত-চিত্তে প্রভাস-তীর্থে গমন করিলেন। তাঁহারা গো ব্রাহ্মণের নিমিত্তই জীবন ধারণ করিতেন, সুতরাং প্রভাসে উপস্থিত হইয়া স্নান করত তীর্থ-জলে পিতৃ, দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মণ-দিগকে প্রভূত সুবর্ণ, রজত, শয্যা, বস্ত্র, অজিন, কম্বল, অশ্ব,

হস্তী, রথ, কন্যা, জীবিকাপর্য্যাপ্ত ভূমি ও সুরস অন্ন দান করিলেন, এবং ভক্তি-সহকারে ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

উদ্ধব বলিলেন, মহাশয়! অনন্তর যাদবেরা ভোজন করত কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে বারুণী পান করিলেন এবং তাহাতেই জ্ঞানশূন্য হইয়া দুর্বাক্যে পরস্পর পরস্পরের মর্ম্ম ভেদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিনমণি অস্তাচলে আরোহণ করিলেন। তখন মৈত্রেয়দোষে বিকৃত-চেতা যদুবংশ বংশ-বনের ন্যায় বিনষ্ট হইল।

তখন ভগবান্ নিজমায়ার তাদৃশ প্রভাব অবলোকন করিয়া সরস্বতীর জল স্পর্শ করত এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। তিনি যখন ইতি-পূর্ব্বে আপন বংশ সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমাকে তখনই আদেশ করিয়াছিলেন, "তুমি বদরী আশ্রমে যাত্রা কর।" মহাশয়! আমিও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহার চরণ-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুগমন করিলাম। অনন্তর সেই দয়িত প্রভুকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম, সেই সুনির্ম্মল-শ্যামবর্ণ, প্রশান্ত-অরুণ-লোচন, চতুর্ভুজ-ধারী, পীত-কৌশেয়-বাসা, অনাশ্রয় শ্রীনিবাস সরস্বতী-

তীর আশ্রয় করত বিষয়-সুখ-পরিহার-পূর্ব্বক বাম ঊরুদেশে দক্ষিণ চরণ-কমল স্থাপন করিয়া এক তরুণ অশ্বত্থ-বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইতি-মধ্যে দ্বৈপায়ন-সুহৃৎ পরাশর-শিষ্য সিদ্ধ মৈত্রেয় মুনি যদৃচ্ছাক্রমে ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ অনুরাগভরে আনত-কন্ধর একান্তানুরত সেই মৈত্রেয় মুনির সমক্ষেই প্রেম-সংবলিত হাস্য ও অবলোকন দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করত আমাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, তোমার অন্তঃকরণের অভিলাষ আমি জ্ঞাত আছি। অতএব অন্যে যাহা কষ্ট করিয়াও লাভ করিতে পারে না, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব। বসো* ! পূর্ব্ব কালে যখন বিশ্ব-স্রষ্টা ও বসুগণ মিলিত হইয়া যজ্ঞ করেন, তখন অস্মৎ-প্রাপ্তি-রূপিণী সিদ্ধি কামনা করিয়া তুমিও যজ্ঞ করিয়াছিলে। সাধো! সংসারে তোমার এই জন্ম চরম জন্ম বলিয়া জানিবে। কারণ, তুমি এই জন্মে আমার অনুগ্রহ এবং মনুষ্য-লোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ-গমন-কালীন নির্জনে একান্ত ভক্তির সহিত আমার দর্শন, প্রাপ্ত হইবে। পাদ্ম কল্পে সৃষ্টির সময় আমি নাভি-পদ্মাসীন ব্রহ্মাকে যে পরম জ্ঞান কহিয়াছিলাম, তাহা দ্বারা আমার মহিমা জানিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন।

উদ্ধব বলিলেন, মহাশয়! তাঁহার দৃষ্টিক্ষেপ-রূপ অনুগ্রহের পাত্র হইয়া এবং তাঁহার আদর-পূর্ব্বক বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহ-বশতঃ আমার অঙ্গে রোমোদ্গম হইল, আমি

* অর্থাৎ, পূর্ব্ব জন্মে তুমি বসু ছিলে।

আনন্দ-ভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলাম। অনন্তর অস্ফুট বাক্যে কহিলেন, ঈশ! যে সকল ব্যক্তি আপনার চরণ-পদ্ম ভজনা করেন, চারি পুরুষার্থের মধ্যে কোন্‌টী তাঁহা-দিগের দুর্লভ থাকে! কিন্তু নাথ! আমি তাহার কোনটীই কামনা করি না। আমার চিত্ত কেবল আপনার চরণকমল ভজনা করিতেই সমুৎসুক। আপনি নিরীহ; তথাপি আপ-নার কার্য্য আছে। আপনি জন্ম-রহিত; অথচ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি কালাত্মা; তথাপি অরিভয়ে পলা-য়ন করিয়া দুর্গের আশ্রয় লইয়াছিলেন। আপনি আপন স্বরূপেই নিরত; অথচ স্ত্রীদিগের সহিত গৃহস্থাশ্রম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরমাত্মন্! এই সকল দর্শন করিয়া পণ্ডিত-দিগেরও বুদ্ধি খিন্ন হয়। আপনার বুদ্ধি ও বিদ্যাশক্তি চির-কাল একরূপই থাকে; কালবশে কখন কুণ্ঠিত হয় না। তথাপি মন্ত্রণার সময় উপস্থিত হইলে আপনি আমাকে আহ্বান করত অজ্ঞের ন্যায় অবহিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিতেন। দেব! এই ব্যাপার চিন্তা করিয়া আমার মন মুগ্ধ হইতেছে।

আপনি ব্রহ্মাকে যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানের উপদেশ করিয়া-ছিলেন, উহাতে আপনার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। স্বামিন্! যদি আমরা সে জ্ঞান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হই, তাহা হইলে আপনি উপদেশ করুন। তদ্দ্বারা আমরা অনায়াসেই সংসার-দুঃখ উৎতীর্ণ হইতে পারিব।

বিদুর বলিলেন, মহাশয়! আমি এই প্রকারে আপন হৃদ্-গত ভাব ব্যক্ত করিলে পর পঙ্কজলোচন পরম পুরুষ ভগবান্ আমাকে আপনার পরমা স্থিতি উপদেশ করিলেন। আমি

পূজ্যপাদ ভগবান্-স্বরূপ গুরুর নিকট হইতে পরমাত্ম জ্ঞানের মার্গ অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপুর্ব্বক নমস্কার করত (বিদায় লইয়া) অবশেষে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। তাঁহার বিরহে আমার মন সাতিশয় কাতর হইয়াছে। তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছি বলিয়া আমি যেরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না, ভাবিয়া সেইরূপ দুঃখিতও হইয়াছি। এক্ষণে আমি বদরী-নামক তাঁহার মনোমত আশ্রমে যাত্রা করিব। তথায় ভূতভাবন দেব নারায়ণ এবং নর ঋষি, উভয়ে মৃদু, অথচ সুদীর্ঘ তপস্যা আচরণ করিতেছেন।

শুক বলিলেন, উদ্ধবের মুখে বন্ধুদিগের দুঃসহ নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিদুরের অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি পণ্ডিত। অতএব জ্ঞান-বলে তাহা নিবারণ করিলেন। অনন্তর প্রস্থানোন্মুখ সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার লীলা জানিতে পারা যায়? উদ্ধব! উহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করা তোমার উচিত। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্যগণ আপন আপন ভৃত্যের প্রয়োজন সাধন করিয়া ভ্রমণ করেন।

উদ্ধব কহিলেন, মহাশয়! মৈত্রেয় মুনি নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন। মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কালীন ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন[১]। অতএব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাঁহাকেই আরাধনা করা আপনার উচিত।

---

১ অর্থাৎ, আপনাকে জ্ঞান উপদেশ করিতে।

উদ্ধব শমন-সহোদরার পুলিনে বিদুরের সহিত এইপ্রকার পীযূষতুল্য বিশ্বমূর্ত্তির কথাদ্বারা দুর্বিসহ শোকভার উপশম করত অবস্থিতি করিয়া মুহূর্ত্তের ন্যায় নিশা অতিবাহিত করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যাঁহারা সহস্র সহস্র অধিরথ রক্ষা করেন, তাঁহাদিগেরও রক্ষাকর্ত্তা বৃষ্ণি-ভোজ-বংশীয়েরা সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন; ব্রহ্মাদির অধীশ্বর হরিও মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ করিলেন; কিন্তু প্রধান উদ্ধব কি কারণে জীবিত রহিলেন?

শুক বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মশাপ কেবল ছলমাত্র; অমোঘাভিলায শ্রীকৃষ্ণ নিজ-শক্তিদ্বারা আপনার সমৃদ্ধ বংশ সংহার করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবার সময় চিন্তা করিলেন, আমি ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এক্ষণে উদ্ধবই মদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য পাত্র। কারণ, ইহাঁ অপেক্ষা অধিকতর আত্মজ্ঞানী আর কোন ব্যক্তি নাই। অপর, উদ্ধব আমা অপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহেন। কারণ, বিষয় ইহাঁর মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না। আত্মা দমন করিতে ইহাঁর বিলক্ষণ ক্ষমতাও আছে। অতএব ইনি ইহ-লোকে থাকিয়া লোকদিগকে মদ্বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করুন।

রাজন্! উদ্ধব দেব-যোনি গুরুর নিকট এইরূপ আদেশ পাইয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া যোগদ্বারা হরির অর্চনা করিলেন।

পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াবশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অনেকানেক প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া অবশেষে দেহত্যাগ করিয়াছেন,

(যাহা দর্শন করিয়া ধীরদিগের ধৈর্য্য বরং বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ; কিন্তু পশুতুল্য অধীর-চিত্ত ব্যক্তিগণের চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে।) এবং তিনি মনে মনে তোমাকে চিন্তা করিতেছেন, বিদুর উদ্ধবের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণে সেই বিষয় ভাবনা করিতে করিতে প্রেমভরে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অবশেষে তিনি কালিন্দীর উপকূল পরিত্যাগ করত কতিপয় দিনে স্বর্নদী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহামুনি মিত্রানন্দন বসতি করিতেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিদুর এবং উদ্ধব সংবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শুক বলিলেন, ভগবদ্ভাবে সিদ্ধ বিদুর গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, অগাধ-বিজ্ঞান মৈত্রেয় উপবেশন করিয়া আছেন। তখন তিনি তাঁহার সুশীলতা ও করুণাদি-গুণগ্রাম দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! লোকে সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে সুখ বা দুঃখশান্তি লাভ করিতে পারে না; প্রত্যুত বারংবার দুঃখই উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অতএব আমাদিগের কি কর্ত্তব্য, আপনি উপদেশ করুন। যে সকল মনুষ্য পূর্ব্বজন্মকৃত-কর্ম্ম-হেতু শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষী, অতএব অধর্ম্মশীল, সুতরাং দুঃখভাজন

হইয়া থাকে, জনার্দ্দনের পবিত্র-প্রাণিগণ[১] তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। অতএব হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগকে সেই মঙ্গলমার্গ উপদেশ করুন যদ্দ্বারা আরাধিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের ভক্তিপূত অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে বেদ-প্রমাণ পরম জ্ঞান আত্মা-সাক্ষাৎকারের সহিত সমর্পণ করি-বেন।

ত্রিগুণময়ী মায়ার দমনকর্ত্তা ভগবান্ কি রূপে জন্মগ্রহণ করত স্বাধীন হইয়া কার্য্য করেন? নিস্পৃহ হইয়াও কি প্রকারে প্রথমতঃ এই বিশ্ব সৃষ্টি, পশ্চাৎ জীবিকা নির্দ্ধারণ করিয়া ইহাকে প্রতিপালন, করেন? আবার নিশ্চেষ্ট হইয়া আপন হৃদয়াকাশে এই বিশ্ব স্থাপন করত কি রূপেই বা যোগ-নিদ্রায় শয়ন করেন? সেই যোগেশ্বরের অধীশ্বর একমাত্র হইয়া কি প্রকারে এই বিশ্বে প্রবেশ করত বহুরূপে আবির্ভূত হন? কি রূপেই বা ক্রীড়াবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হইয়া গো, ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত কার্য্য করেন? যাঁহাদিগের কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, ভগবান্ সে সকলেরই প্রধান। অতএব তাঁহার চরিতামৃত বারংবার পান করিয়াও আমাদিগের আশা নিবৃত্ত হয় না। এই যে লোকপালগণ এবং লোক ও অলোক[২] দেখিতেছি, যাহাতে নানাবিধ প্রাণী প্রসন্নচিত্তে বসতি করিয়া আছে, আত্মযোনি বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ কি রূপে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন?

---

১ অর্থাৎ, ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ। ২ অর্থাৎ, লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগ।

কি প্রকারেই বা সৃষ্টবস্তুসমূহের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, কর্ম্ম, রূপ ও নাম নির্দেশ করিয়াছেন? হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার নিকট এই সকল বর্ণন করুন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্বর্ণের মধ্যে উৎকৃষ্টতা এবং অপকৃষ্টতা অনুসারে যে যে ধর্ম্মের আচরণ করিতে হয়, আমি ব্যাসের মুখে তাহা বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। তাহাতে আর বাসনা নাই। কারণ, তদ্দ্বারা অতিতুচ্ছ সুখ উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার নিকট যে কৃষ্ণ-কথা-রূপ অমৃতৌঘ পান করিয়াছিলাম, তাহাতেই এখনও আশা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তীর্থপাদের নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াইবা কাহার আশা নিবৃত্ত হইতে পারে? ভবাদৃশ পণ্ডিতগণ যত্নে তাঁহার পূজা করিতেছেন! তিনি পুরুষের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া তাহার সংসার-কারিণী গেহরতি ছেদ করেন!

আপনার সখা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবদ্-গুণ-বর্ণন করিতে বাসনা করিয়াই ভারত কহিয়াছিলেন। কারণ, ভারতে তুচ্ছ সুখের নিন্দা করা হইয়াছে। মনুষ্যের বুদ্ধি তদ্দ্বারাই হরি-কথায় প্রেরিত হয়। শ্রদ্ধা-সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিলে তাহাতে ক্রমশঃই মনুষ্যের অনুরাগ জন্মিতে থাকে। অনন্তর সেই অনুরাগ যখন সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া উঠে, তখনই তুচ্ছ-সুখে তাহার বিরক্তি উৎপাদন করে। এই রূপে হরি-চরণ-স্মরণেই নিবৃত হইলে পর, অবশেষে তাঁহার সমস্ত দুঃখই দূর করে। যে সকল ব্যক্তি ভারতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না এবং যাহারা বুঝিতে পারিয়াও হরি-কথায় বিমুখ, তাহাদিগের ন্যায় শোচ্য পদার্থ আর নাই। আমি তাহাদিগের নিমিত্ত

একান্ত কাতর। আহা! তাহাদিগের বাক্য, দেহ ও মন সকলই বৃথা! কাল নিরর্থক তাহাদিগের পরমায়ু শেষ করিতেছেন! হরি-কথা সকল কথার সার-স্বরূপ। অতএব, হে কৌশারব! হে আর্ত্ত-বন্ধো! ভ্রমর যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত পবিত্র-কীর্ত্তি হরি-কথা (নানা কথা হইতে) উদ্ধার করিয়া কীর্ত্তন করুন। ঈশ্বর বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত আপন শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল অমানুষিক কার্য্য করিয়াছিলেন, আপনি তাহা বর্ণন করুন।

শুক বলিলেন, ভগবান্ কৌশারব মুনি লোকের মঙ্গল-সিদ্ধির উদ্দেশে বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহার যথার্থ গৌরব স্বীকার করত প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, সাধো! উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ। ইহাতে তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহও প্রকাশ করিলে। অপর, এই কারণে পৃথিবীতে তোমার এই খ্যাতিও রহিল যে, তোমার মন সেই অধোক্ষজ পুরুষেই বিনিবিষ্ট ছিল। বিদুর! তুমি ব্যাসের বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব তুমি যে একমনে কেবল হরিকেই চিন্তা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর, তুমি সাক্ষাৎ প্রজা-সংহারী কৃতান্ত। মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে সত্যবতী-নন্দনের ঔরসে তাঁহার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের স্বীয়-ক্ষেত্র-রূপে স্বীকৃতা দাসীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি ভগবানের ভক্ত ও প্রিয়পাত্র। সেই হেতুই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবার সময় তোমাকে এবং তোমার অনুচর-বর্গকে জ্ঞান উপদেশ করিবার নিমিত্ত আমাকে আজ্ঞা করিয়া

গিয়াছেন। এই বিশ্বের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংস যোগ-মায়ায় পরিবর্দ্ধিত যে ভগবল্লীলার উদ্দেশ্য, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিব।

জীবগণের স্বামী ও আত্মস্বরূপ ভগবান্ সৃষ্টির পর নানা রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়ার লয় হওয়াতে তিনি একাকীই ছিলেন। সুতরাং একাকীই দ্রষ্টাস্বরূপে প্রকাশ পাইতেন। দৃশ্য কোন বস্তুই দেখিতে পাইতেন না। অপর, তৎকালে তাঁহার মায়াশক্তি লীন হইয়াছিল, সেই হেতু আপনাকেও অসৎ বলিয়া বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার চিৎ-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই [১]। মহাভাগ! দ্রষ্টাস্বরূপ বিভু কার্য্য-কারণ-রূপা আপনার যে শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারাই নাম মায়া। চিৎশক্তি-সম্পন্ন অধোক্ষজ ভগবান্ কালক্রমে সেই গুণময়ী মায়াতে আপনার অংশীভূত পুরুষরূপে [২] বীর্য্য বপন করিয়াছিলেন। অনন্তর কাল-প্রেরিত সেই অব্যক্ত মায়া হইতে বিজ্ঞানাত্মা তমোনাশক মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া স্বদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিল। সেই অংশ [৩] গুণ [৪] এবং কালের [৫] অধীন মহত্তত্ত্ব ভগবানের দৃষ্টি-গোচর হইয়া অবশেষে এই বিশ্বের সৃষ্টি-কামনায় আপনি আপনাকে রূপান্তরে পরিণত করিল। এই রূপে মহত্তত্ত্ব বিকৃত হইলে পর তাহা হইতে ভূত ও ইন্দ্রিয়ময় [৬] সুতরাং কার্য্য, [৭] কারণ, [৮] ও কর্ত্তার [৯] আশ্রয়ীভূত অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার-

---

১ অর্থাৎ, তিনি আপনাকে অসৎ বলিয়া কেবল বোধ করিতেন নিশ্চয় করিতেন না। ২ অর্থাৎ, প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে। ৩ চিদাভাস। ৪ উপাদান। ৫ ক্ষোভক। ৬ অর্থাৎ, তত্তৎ-বিকারবিশিষ্ট। ৭ অধিভূত। ৮ অধ্যাত্ম। ৯ অধিদৈব।

তত্ত্ব তিন প্রকার;—বৈকারিক, অর্থাৎ সাত্ত্বিক; তৈজস, অর্থাৎ রাজস; এবং তামস। সাত্ত্বিক অহঙ্কারতত্ত্ব বিকৃত হইলে পর তাহা হইতে মন, দেবতা ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃগণ (যাঁহাদিগের হইতে শব্দাদি বিষয় প্রকাশ পায়) উৎপন্ন হইলেন। যাবতীয় জ্ঞান এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় রাজস-অহঙ্কারতত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তামস-অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে শব্দের কারণীভুত আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ আত্মার লিঙ্গশরীর। আকাশ, কাল এবং মায়ার অংশযোগে যখন ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইল, তখনই তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র আবির্ভূত হইল। সেই স্পর্শতন্মাত্র বিকৃত হইয়া অনিল উৎপাদন করিল। অনিলও বেগবান্ হইয়া আকাশের সাহচর্য্যে রূপতন্মাত্র দ্বারা লোকপ্রকাশক তেজ প্রসব করিল। অনন্তর তেজ ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইয়া কাল এবং মায়ার অংশযোগে রসতন্মাত্র দ্বারা জল উৎপাদন করিল। তেজঃ-সম্ভূত জলও আবার ব্রহ্মের দৃষ্টিগোচর হইয়া কাল ও মায়ার অংশযোগে বিকৃত হইল এবং গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী উৎপাদন করিল। হে ভব্য! পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি ভূতগণের মধ্যে যে গুলি কার্য্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং কারণ-রূপী প্রত্যেক পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতাপেক্ষা কার্য্য-রূপী প্রত্যেক উত্তরোত্তর ভূতগণের গুণের সংখ্যা ক্রমশঃই অধিক[১]।

---

১ অর্থাৎ, আকাশ প্রথম কারণ এবং তাহার গুণ শব্দ, তাহার আর অন্য ভূত কারণ নাই। এই নিমিত্ত শব্দই উহার একমাত্র গুণ। অনিল আকাশের কার্য্য এবং তাহার আপনার গুণ স্পর্শ। কিন্তু আকাশ তাহার কারণ বলিয়া আকাশগুণ শব্দও তাহাতে উপলব্ধ হইয়াথাকে। এইরূপ, রূপ, রস ও গন্ধ; তেজ, জল ও সলিলের নিজের গুণ; কিন্তু কারণতা-সম্বন্ধে তেজে শব্দ ও স্পর্শ; জলে রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এবং পৃথিবীতে রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ অতিরিক্ত-গুণ-স্বরূপে দৃষ্ট হইয়াথাকে।

পূর্ব্বোক্ত মহদাদির অভিমানী দেবতাগণ বিষ্ণুর অংশ; কিন্তু তাঁহারা কাললিঙ্গ,[১] মায়ালিঙ্গ[২] এবং অংশলিঙ্গ[৩] ধারণ করেন। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকাতে তাঁহারা নিজে আপন আপন কার্য্য[৪] সাধন করিতে অসমর্থ হইয়া পরমেশ্বরকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, দেব! তোমার চরণ-পঙ্কজে নমস্কার করি। তোমার পাদ-পদ্ম আতপত্রের ন্যায় প্রপন্ন ব্যক্তিদিগের তাপ শান্তি করে। যোগীরা তাহার মূল আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই সংসার দুঃখ দূরে নিক্ষেপ করেন। হে পিতঃ! হে পরমেশ্বর! হে পরমাত্মন্! হে ভগবন্! এই সংসারে ত্রিতাপ-পীড়িত জীবগণ তোমার পাদচ্ছায়া প্রাপ্ত না হইলে মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব আমরা তোমার সেই জ্ঞানদায়ক পাদমূল আশ্রয় করিলাম। হে তীর্থপাদ! তোমার মুখপদ্ম শ্রুতিবাক্যরূপ পক্ষিদিগের নীড়-স্বরূপ[৫]। ঋষিগণ তাহাদিগের সাহায্যে তোমার যে পদ অন্বেষণ করেন; এবং যাহা পাবন-তোয়া পাপ-নাশিনী সরিদ্বরা ভাগীরথীর উৎপত্তি-স্থান, আমরা তাহারই শরণ লইলাম। শ্রদ্ধা-সহকৃত-শ্রবণ-জন্য ভক্তি দ্বারা মন নির্ম্মল হইলে পর জীবগণ তোমার যে পাদপীঠ চিন্তা করিয়া বৈরাগ্য-প্রধান যোগহেতু ধীর হইয়া উঠে, আমরা তাহাকেই আশ্রয় করিলাম। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিবার মানসে তুমি অবতীর্ণ হইলে পর তোমার ভক্তগণ তোমার যে পাদপদ্মের শরণাগত

---

১ বিকার। ২ বিক্ষেপ। ৩ চেতনা। ৪ সৃষ্টিরচনা।

৫ অর্থাৎ, যেরূপ পক্ষিগণ নীড় হইতে উড্ডীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত অবশেষে সেই নীড়েই পুনর্ব্বার প্রবেশ করে, সেইরূপ বেদবাণীও তোমার মুখ হইতে উদ্গত হইয়া আবার তোমার মুখেই প্রবেশ করে।

হইয়া স্মৃতি ও অভয় লাভ করেন, আমরাও সকলে তাহারই শরণ লইলাম। তুমি প্রত্যেকেরই দেহ-রূপিণী-পুরী-মধ্যে বসতি করিয়া আছ, সত্য বটে; কিন্তু দেহ-গেহে এবং তাহার উপকরণ-স্বরূপ পুত্রকলত্রাদিতে "আমি" ও "আমার" বলিয়া জীবের যে দৃঢ় জ্ঞান আছে তন্নিবন্ধন তোমার চরণপদ্ম সন্নিকটস্থ হইলেও তাহাদিগের পক্ষে বহু-দূরবর্ত্তী। আমরা তোমার তাদৃশ পাদপদ্ম ভজনা করি। হে পরেশ! চক্ষু নিরন্তর বাহ্য-বস্তু-দর্শনে ব্যাপৃত থাকিলে জীবগণের অন্তঃকরণ (তোমা হইতে) বহু দূরে আকৃষ্ট হয়; সুতরাং তোমার যে সকল ভক্তগণ ত্বদীয়-লীলা-সংক্রান্ত কথোপকথনে শোভমান তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না[১]। দেব! তোমার কথামৃত পান করিলে জীবের ভক্তি বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য আশয় নির্মল হইয়া উঠে। তখন তাহারা বৈরাগ্য-প্রধান জ্ঞান লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। যে সকল অন্যান্য ধীরগণ চিত্ত-স্থৈর্য্যরূপ-উপায়-বলে বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া সেই প্রসিদ্ধ পুরুষেই প্রবিষ্ট হন, তোমার সেবা করিয়া তাঁহাদিগের কোন পরিশ্রমই বোধ হয় না।

হে আদ্য! তুমি লোকসৃষ্টি কামনা করিয়া আপনার স্বভাবত্রয়ে আমাদিগকে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন করিয়াছ। অতএব আমরা তোমারই। কিন্তু আমাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নাই। সুতরাং আমরা তোমার ক্রীড়ার উপকরণ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তোমাকে অর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে অজ! তুমি আমাদিগকে শক্তি ও নিজজ্ঞান অর্পণ কর;

---

১ অর্থাৎ তাহারা সাধুসঙ্গলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

যাহাতে আমরা যথাকালে তোমাকে ভোগ সমর্পণ করিতে পারি; যাহাতে আপনারাও ভোজন করিতে পারি এবং যাহাতে এই সকল লোকেরা তোমাকে ও আমাদিগকে অন্ন সমর্পণ করিয়া আপনারাও নির্ব্বিঘ্নে আহার করিতে পারে। আমরা তোমারই কার্য্য। অতএব তুমিই আমাদিগের কারণ। কারণ, তোমার বিকার নাই; এবং তুমি সকলের অধিষ্ঠাতা ও পূর্ব্বতন পুরুষ হে অজ! তুমিই গুণ-কর্ম্মের কারণীভূতা মায়ায় সর্ব্বজ্ঞ (মহত্তত্ত্বস্বরূপ) রেতঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলে। আত্মন্! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমাদিগকে কি নিমিত্ত উৎপাদন করিলে? (আমাদিগকে কি কোন কার্য্য করিতে হইবে? যদি হয়) তাহা হইলে আজ্ঞা করুন, আমরা কি করিব। (যদি আমাদিগকে সৃষ্টির নিমিত্ত অনুগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে) আমাদিগকে শক্তি ও নিজজ্ঞান অর্পণ কর।

মহদাদির উৎপত্তি-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষি বলিলেন, মহদাদি নিজ শক্তি সকল পরস্পর অমিলিত হইয়া বিশ্ব রচনা করিতে সমর্থ হইতেছে না, উগ্র-বীর্য্য ভগবান্ তাহাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া কালনাম্নী দেবীর (প্রকৃতির) সমভিব্যাহারে এককালেই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন [১]। প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তিদ্বারা জীবের

১ প্রকৃতি লইয়া ত্রয়োবিংশতি।

অদৃষ্টকে প্রতিবোধিত করিয়া সেই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বকে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব এইরূপে দৈব-কর্ত্তৃক ক্রিয়াশক্তি প্রাপ্ত এবং প্রেরিত হইয়া অবশেষে আপন আপন অংশে বিরাট্ পুরুষ উৎপাদন করিল। ঈশ্বর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে পর ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব পরস্পর মিলিত হইয়া কেবল অংশমাত্রেই পরিণত হইল। সেই তত্ত্বসমূহে চরাচর যাবতীয় লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সেই হিরণ্ময় পুরুষ নিখিল প্রাণিবর্গের সমভিব্যাহারে জলমধ্যে অণ্ডের অভ্যন্তরে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তত্ত্বগণের কার্য্যভূত বিরাট্ দৈবশক্তি [২] কর্ম্মশক্তি [৩] এবং আত্ম-শক্তি [৪] প্রভাবে আপনাকে এক, দশ ও তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন।

এই বিরাট্ পুরুষই সকল প্রাণীর আত্মা এবং পরমাত্মার অংশ (জীব)। ইনিই আদ্য অবতার। যাবতীয় ভূতগণ ইহাঁতেই প্রকাশ পায়।

বিরাট্দেহ অধ্যাত্ম, অধিদেব এবং অধিভূতরূপে তিন, প্রাণরূপে দশ, এবং মনোরূপে এক প্রকার হইয়া বিরাজিত হইলে পর অধোক্ষজ পরমেশ্বর মহদাদির প্রার্থনা [৫] স্মরণ

---

১ জীবের অদৃষ্ট জন্যই বিষয় সৃষ্ট হইয়া থাকে।

২ জ্ঞানশক্তি—তদ্দ্বারা কেবল হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে।

৩ ক্রিয়াশক্তি—তদ্দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ। এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশ রূপে।

৪ ভোক্তৃশক্তি—তদ্দ্বারা অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত, এই তিন রূপে।

৫ "আমরা যাহাতে আপনাকে ভোগ সমর্পণ করিতে পারি" ইত্যাদি।

করত তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত আপন তেজোদ্বারা (চিৎশক্তিদ্বারা) উহাকে উৎতপ্ত করিলেন। বিদুর! সেই বিরাট্ দেহ উৎতাপিত হইলে পর তাহা হইতে যে কত কত দেবতার অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইল তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

তাঁহার মুখ প্রকটিত হইলে লোকপাল অগ্নি আপন শক্তি বাক্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিয়া বসতি করিলেন। জীব বাক্যদ্বারাই শব্দ উচ্চারণ করে।

হরির তালু আবিষ্কৃত হইলে পর লোকপাল বরুণ আপন শক্তি জিহ্বার সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। জীব জিহ্বা দ্বারা রস গ্রহণ করে।

এই রূপ বিষ্ণুর নাসাযুগল উদ্ভিন্ন হইলে অশ্বিনীতনয়েরা স্বীয় শক্তি ঘ্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে।

অনন্তর বিষ্ণুর অক্ষিযুগল প্রকটিত হইলে পর লোকপাল আদিত্য আপন শক্তি চক্ষুর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব চক্ষুর্দ্বারা রূপ গ্রহণ করে।

এইরূপ তাঁহার চর্ম্ম আবিষ্কৃত হইলে পর লোকপাল অনিল স্বীয় শক্তি প্রাণের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাণদ্বারা স্পর্শের উপলব্ধি হয়।

অনন্তর যখন তাঁহার দুই কর্ণ-বিবর প্রকটিত হইল তখন দিক্‌সকল আপন শক্তি শ্রোত্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল। শ্রোত্রদ্বারা শব্দের উপলব্ধি হয়।

এইরূপ তাঁহার ত্বক্ নির্ভিন্ন হইলে পর ওষধিসকল স্বীয়

শক্তি রোমের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল। রোমদ্বারা কণ্ডুর উপলব্ধি হয়।

ক্রমশঃ যখন তাঁহার মেঢ্র আবির্ভূত হইল তখন প্রজাপতি আপন শক্তি শুক্রের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। জীব মেঢ্রদ্বারা আনন্দ অনুভব করে।

অনন্তর তাঁহার গুহ্য প্রকটিত হইলে লোকেশ মিত্র আপন শক্তি পায়ুর সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জীব পায়ুদ্বারা মলত্যাগ করে।

এইরূপ তাঁহার হস্তদ্বয় উদ্ভিন্ন হইলে স্বর্গপতি ইন্দ্র আপনার ক্রয়বিক্রয়াদিরূপিণী শক্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব হস্তদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে।

তাঁহার পদদ্বয় নির্ভিন্ন হইলে লোকেশ বিষ্ণু নিজশক্তি গতির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। গতিদ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া যায়।

যখন বিষ্ণুর হৃদয় প্রকটিত হইল, চন্দ্র তখন নিজশক্তি মনের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। মনোদ্বারা সঙ্কল্প করা যায়।

তাঁহার অহঙ্কার উদ্ভূত হইলে রুদ্র আপন শক্তি কর্ম্মের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তব্যের উপলব্ধি হয়।

এইরূপ তাঁহার বুদ্ধি প্রকটিত হইলে ব্রহ্মা নিজশক্তি চিত্তের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্তদ্বারা বিজ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

অনন্তর তাঁহার মস্তক হইতে স্বর্গ; পদ হইতে পৃথিবী

এবং নাভি হইতে আকাশ, উৎপন্ন হইল। গুণের পরিণাম-স্বরূপ দেবতাদি এই সকলেতেই দৃশ্য হইয়া থাকেন।

দেবগণ অধিকতর সত্ত্বময় বলিয়া স্বর্গলোকে বাস করিলেন। রজোগুণের প্রাধান্য হেতু মনুষ্যগণ এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গবাদিও পৃথিবী প্রাপ্ত হইল। রুদ্রের পারিষদ ভূতগণ তামস-স্বভাব-হেতু স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তর্বর্ত্তি ভগবানের নাভি-স্বরূপ অন্তরীক্ষে বসতি করিল।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই পুরুষের মুখ হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ, মুখ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্ব বর্ণের প্রধান ও গুরু।

এই রূপ তাঁহার বাহু হইতে ক্ষত্র (পালনী শক্তি) উৎপন্ন হইল। ক্ষত্রিয়গণ সেই শক্তি আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। পুরুষের অংশীভূত সেই ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়া কণ্টকরূপী চৌরাদির উপদ্রব হইতে সর্ব্ব বর্ণকে উদ্ধার করিতেছেন।

অনন্তর সেই বিভুর উরু হইতে লোকের জীবিকা-হেতু কৃষি আদি ব্যবসায় সকল এবং বৈশ্যগণ উৎপন্ন হইলেন। বৈশ্যগণ লোকের জীবিকা সম্পাদন করিতেছেন।

অবশেষে ভগবানের পাদ হইতে ধর্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত সেবা উৎপন্ন হইল। তাহাতেই শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিল। শূদ্র (ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে হরির চিত্ত-তুষ্টি উৎপাদন করিতেছে।

এই সকল বর্ণ আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধা-সহকারে আপন আপন ধর্ম্মানুসারে নিজগুরু হরির সেবা করিতেছেন। কারণ,

তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব বৃত্তির সহিত তাঁহা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদুর! কালশক্তি, কর্ম্মশক্তি, এবং সদ্ভাবশক্তিমান্ ভগবানের যোগমায়া-বলে প্রকাশিত এই বিরাট্ রূপ সম্পূর্ণ রূপে নিরূপণ করিতে কেহ কি মনে মনেও সাহসী হইতে পারেন? তথাপি আমি আমার যেরূপ বুদ্ধি এবং যেরূপ গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে হরি-কথা কীর্ত্তন করিব। কারণ এতদিন অন্য কথা কহিয়া আমার যে বাণী মলিন রহিয়াছে, আমি হরি-কীর্ত্তন দ্বারা তাহাকে পবিত্র করিতে পারিব। পুণ্যশ্লোক-শিরোমণি হরির গুণানুবাদই বচনের নিশ্চিত লাভ; এবং পণ্ডিতের মুখ-বিনির্গত হরি-কথা-রূপ সুধায় যোজনা করাই কর্ণের একান্ত সার্থকতা।

আদিকবি ব্রহ্মা সহস্র বৎসর যোগ করিয়াও কি পরিণত বুদ্ধি দ্বারা হরির মহিমা জানিতে পারিয়াছেন? [১] অতএব ভগবানের মায়া মায়ীদিগকেও মুগ্ধ করে। অপরের কথা দূরে থাকুক্, হরি আপনিই আপনার মায়াগতি বুঝিতে পারেন না।[২] যে ভগবান্‌কে জানিতে গিয়া বাক্য ও মন এবং অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা দেবগণও অকৃতকার্য্য হইয়া নিবৃত্ত হন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ তাৎপর্য্য—অধিক জ্ঞান না হইলে তাঁহাকে জানিতে পারিব না এরূপ আশঙ্কা হওয়া আবশ্যক নাই।

২ অর্থাৎ তাঁহার অন্ত নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

শুক বলিলেন, দ্বৈপায়ন-নন্দন বিদুর মৈত্রেয়মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। (তিনি যে সকল প্রশ্ন করিলেন) শুনিয়া মুনির আনন্দ জন্মিল।

বিদুর বলিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ জ্ঞানমাত্র, নির্ব্বিকার ও নির্গুণ। তথাপি গুণ ও ক্রিয়ার সহিত তাঁহার কি রূপে সম্বন্ধ হইল? লীলাবশে হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? অভিলাষ-বশে কিম্বা অন্যবস্তু বা অন্য বালকের উত্তেজনায় বালকদিগের ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু ভগবান্ আপনাতেই পরিতৃপ্ত[1] এবং অন্য বস্তুর সঙ্গ-শূন্য। অতএব তাঁহার ক্রীড়া-প্রবৃত্তি কিপ্রকারে ঘটিতে পারে? আপনি বলিলেন, ভগবান্ জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রূপ-মোহোৎপাদিকা গুণময়ী মায়াদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং ইহার পর সংহার করিবেন। কিন্তু কি দেশ,[2] কাল[3] অবস্থা[4] আপনি[5] বা অন্য[6] হইতে জীবের বোধ-[7] শক্তি কখনই বিলুপ্ত হয় না; তথাপি তিনি কিরূপে অবিদ্যার

---

১ অর্থাৎ তাঁহার অভিলাষ নাই।

২ যেমন প্রদীপপ্রভা একদেশে থাকিলে অন্য দেশে প্রকাশ পায় না।

৩ যেমন বিদ্যুৎপ্রভা এককালে প্রকাশ পাইয়া পরকালেই বিলীন হয়।

৪ যেমন স্মৃতিশক্তি এক অবস্থায় প্রকাশ পায়। কিন্তু অবস্থান্তরে আধিক হয়।

৫ অর্থাৎ যেমন স্বপ্নদর্শনে দৃশ্যবস্তু নিদ্রাবসানেই তিরোহিত হয়।

৬ যেমন অন্য ঘট দেখিলে পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট বলিয়া ভ্রমও জন্মিতে পারে।

৭ অর্থাৎ ভোক্তাও ত তিনি।

সহিত যুক্ত হইলেন? একমাত্র ভগবানই ত সর্ব্বক্ষেত্রে বসতি করিতেছেন? তবে কর্ম্মফলে তাঁহারই ত আনন্দ-ভ্রংশ এবং ক্লেশ হইতেছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! বিদ্বন্! এই অজ্ঞান-সঙ্কটে আমার মন অত্যন্ত খিন্ন হইতেছে। অতএব আমার মনের এই মোহ দূর করুন।

শুক বলিলেন, মৈত্রেয় মুনি নিরন্তর ভগবান্‌কে চিন্তা করিতেন, সুতরাং তাঁহার কিছুতেই বিস্ময় ছিল না। তথাপি এক্ষণে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বিদুর কর্ত্তৃক এই রূপে প্রেরিত হইয়া বিস্ময় ভাণ করত কহিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, বিদুর! তর্ক করিলে বিমুক্ত পরমেশ্বরের মায়াদ্বারা বন্ধন এবং তজ্জন্য ক্লেশভোগ যে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, ইহারই নাম মায়া। যে রূপ মনুষ্য স্বপ্নে আপনার মস্তক ছিন্ন হইতে দেখিয়া নিরর্থক আপনাকে বিকৃত-রূপ বলিয়া বোধ করে, সেই রূপ বাস্তবিক না হইলেও সেই মায়াবশেই এই পুরুষের নানা রূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। জলের প্রকম্পা যে রূপ জলমধ্যপতিত চন্দ্রের প্রতিবিম্বেই দৃষ্ট হয়[১] দেহাদি-ধর্ম্ম বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সেই রূপ জীবেই লক্ষিত হইয়া-থাকে। নিবৃত্তি-ধর্ম্ম; বাসুদেবের কৃপা, অথবা তৎপ্রহিত-ভক্তিযোগে ঐ দেহাদি ধর্ম্ম অল্পে অল্পে অদৃশ্য হয়। যখন ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তর্যামিরূপ পরম পুরুষ হরিতে নিশ্চল হইয়া অব-স্থিতি করে, ক্লেশ, সুপ্তব্যক্তির ক্লেশের ন্যায়, তখনই সম্পূর্ণ-রূপে বিরত হইয়া আইসে।

১ অর্থাৎ, আকাশস্থ বাস্তবিক চন্দ্র চঞ্চল হয় না।

হরির গুণ কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করিলেই অশেষ ক্লেশ নষ্ট হয়। মনে মনে তাঁহার চরণপঙ্কজের পরাগ-রেণু সেবা করিলে কি না হইতে পারে?

বিদুর বলিলেন, বিভো! আপনার প্রমাণ-সম্বলিত বাক্য-রূপ খড়্গ দ্বারা আমার সংশয় দূর হইল। অতএব ভগবন্! এক্ষণে আমার মন উভয় বিষয়েই[১] সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছে। বিদ্বন্! অবাস্তবিক[২] মূলশূন্য এই বিশ্ব জীববিষয়িণী মায়াবলেই প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ অজ্ঞান ভিন্ন ইহার আর অন্য মূল নাই, আপনি যে এই কথা কহিলেন, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ভূমণ্ডলে হয় মূঢ়[৩] না হয় ঈশ্বরজ্ঞ[৪] এই দুই প্রকার ব্যক্তিই সুখ অনুভব করিতে পারেন। আর এই দুয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী[৫] পুরুষই ক্লেশ পান।[৬] নিশ্চয় জানিতেছি, আমি আপনার সেবা করিয়াই এই প্রপঞ্চ অবাস্তবিক বলিয়া বুঝিতে পারিব; সুতরাং এক্ষণে ইহাকে বাস্তবিক বলিয়া আমার যে প্রতীতি আছে অবশেষে তাহা পরিত্যাগ করিতেও সমর্থ হইব। আপনার সেবা করিলেই কূটস্থ মধুমথন ভগবানের পাদযুগলে আমার সর্ব্বতাপাপ-হারিণী রতি হইবে। যে সকল ব্যক্তি জনার্দ্দনের গুণ গান করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠের পথ-স্বরূপ। অতএব

১ অর্থাৎ, ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং জীব পরতন্ত্র।
২ স্বপ্ন দর্শনে শিরশ্ছেদাদির ন্যায়।
৩ দেহাদিতে আসক্ত—সুতরাং তাহাদিগের সংশয় নাই।
৪ কারণ তাঁহাদিগের ক্লেশ নাই।
৫ অর্থাৎ, অল্পজ্ঞ।
৬ কারণ তাঁহার সংশয় আছে, অথচ নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা নাই।

যাহাদিগের তপস্যা অতি অল্প, তাহারা কখনই তাঁহাদিগের সেবা করিতে অবসর পায় না। (সুতরাং আমি অলভ্য লাভ করিলাম।)

ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মহত্তত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অংশে বিরাট্ পুরুষ নির্ম্মাণ করত অবশেষে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আপনি বলিলেন, ঐ পুরুষই আদ্য। তিনি সহস্র পদ, সহস্র ঊরু এবং সহস্র বাহু ধারণ করেন। এই বিশ্বের লোক-সমূহ তাঁহাতেই অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দশবিধ প্রাণও তাঁহাতেই রহিয়াছে।

আপনার মুখে তিনপ্রকার প্রাণের কথাও শুনিলাম। বর্ণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি তাহাও কহিলেন। এক্ষণে সেই বিরাট্ পুরুষের বিভূতি বর্ণন করুন। ঐ সকল বিভূতি হইতেই ত পুত্র, পৌত্র, নপ্তা এবং গোত্রজ প্রভৃতি বিবিধ প্রজাবর্গ উৎপন্ন হইয়া এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়াছে? প্রজাপতিদিগের পতি ব্রহ্মা কোন্ কোন্ প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন? সর্গ কি? অনুসর্গই [১] বা কি? মনু কয়? মন্বন্তরের অধিপতিই বা কয়? কাহারা ইহাঁদিগের বংশ? তদ্বংশীয়দিগের চরিতই বা কি রূপ? ঊর্দ্ধে এবং নিম্নে কোন কোন্ লোক অবস্থিতি করিতেছে? সেই সকল লোকের এবং ভূলোকের সন্নিবেশ কিরূপ? প্রত্যেকের প্রমাণই বা কত? হে মিত্রানন্দন! আপনি আমার নিকট এই সমস্ত বর্ণন করুন। তির্য্যক্ জাতি [২] মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ [৩] ও পতত্রী, এবং

---

১ ক্ষুদ্র সৃষ্টি। ২ পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতি। ৩ যাহারা বুকে হাঁটিয়া যায়।

জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও স্বেদজ প্রাণিদিগের যে প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করুন।

ভগবান্ গুণত্রয় সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, এবং ইহার পর সংহার করিবেন। এক্ষণে তাঁহার উদার বিক্রম উল্লেখ করিতে আজ্ঞা হউক্।

রূপ, আকার এবং স্বভাব অনুসারে যে রূপে বর্ণ এবং আশ্রমের বিভাগ হইয়াছে; ঋষিগণ যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়া যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন এবং বেদ যে রূপে বিভক্ত হইয়াছে, অনঘ! আপনি তাহাও বলুন।

এতদ্ভিন্ন যজ্ঞের বিস্তার; যোগের, জ্ঞানের ও (জ্ঞানোপায়) সাংখ্যের পথ; ভগবৎসম্মত তন্ত্র; নাস্তিকদিগের বিষম প্রবৃত্তি; গুণকর্ম্ম-জন্য জীবের যাবতীয় গতি; প্রতিলোমজ জাতি; ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের পরস্পর অবিরুদ্ধ উপায়; দণ্ডনীতির বার্ত্তা (তত্ত্ব); শাস্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ বিধি; শ্রাদ্ধের বিধি; পিতৃদিগের সৃষ্টি; গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কালচক্রে সংস্থিতি; এবং দান, তপস্যা ও ইষ্টাপূর্ত্তের ফল; প্রভো! (অনুগ্রহ করিয়া) এই সকল বিষয়েও উপদেশ করুন।

অপর, প্রবাসস্থ ব্যক্তি কিরূপ ধর্ম্মের আচরণ করিবেন? মনুষ্য বিপদে পতিত হইয়াই বা কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে? ভগবান্‌কে কি রূপে সন্তুষ্ট করিতে হইবে? কিপ্রকার লোকের প্রতিই বা তিনি সন্তুষ্ট হইবেন? অনঘ! আপনি আমার নিকট তাহাও বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! দীনবৎসল গুরুদিগকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসাও করিতে

হয় নাই। তাঁহারা (নিজেই) অনুগত শিষ্য ও পুত্র দিগকে কহিয়াছিলেন।

ভগবন্! আপনি যে সেই সকল তত্ত্বের [১] কথা কহিলেন তাহাদিগের প্রলয় কয়? ভগবান্ শয়ন করিলে তাঁহার পরই বা কোন্ ব্যক্তি শয়ন করেন? জীবের তত্ত্ব এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কি? উপনিষদ্ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই প্রয়োজন আছে; তাহাই বা কিপ্রকার? অনঘ! আপনাপনি কখন মনুষ্যের জ্ঞান, ভক্তি বা বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না।

অবিদ্যাবশে আমার (জ্ঞান-) চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমি হরির কার্য্য জানিবার নিমিত্ত আপনাকে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনি অজ্ঞ ভাবিয়া আমাকে এই সকল বিষয়ে উপদেশ করুন। আপনি আমার মিত্রও বটেন। হে অনঘ! যাবতীয় বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান জীবকে এক কলামাত্রেও অভয় প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই।

শুক বলিলেন, প্রাচীনপ্রায় মুনিপ্রধান মৈত্রেয় কুরুপ্রধান বিদুরের পুরাণ-প্রকাশিত-বিষয়ে প্রশ্ন শ্রবণ করত "আমি এক্ষণে ভগবৎ-কথা-কথনে নিযুক্ত হইলাম!" ভাবিয়া প্রবৃদ্ধ হর্ষভরে হাসিতে হাসিতে বিদুরকে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

[১] প্রকৃতি, অহঙ্কার, মহৎ, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) ও পঞ্চভুত।

অষ্টম অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন, বিদুর! সাধু ব্যক্তিদিগের পুরুবংশ সেবা করা উচিত। কারণ তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি লোকপাল; এবং ভগবান্‌কেই প্রধান বলিয়া জ্ঞান কর। আহা! তুমি হরির কীর্ত্তিমালা প্রতিক্ষণেই নূতন করিতেছ।

লোকেরা অল্প সুখ লাভ করিতে গিয়া প্রভূত দুঃখ উপার্জ্জন করে। আমি তাহাদিগের সেই দুঃখমোচনের নিমিত্ত, ভাগবত পুরাণ কহিব। ভগবান্ স্বয়ং ঋষিদিগকে এই ভাগবত কহিয়াছিলেন।

অপ্রতিহত-জ্ঞান আদিদেব ভগবান্ সঙ্কর্ষণ পাতালতলে উপবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় অভ্যন্তর-ভাগে প্রয়োগ করিত[১] বাসুদেব-নামক আপনার আশ্রয়কেই একান্ত ভাবে ভজনা করিতেছিলেন। কিরীটবিলগ্ন উত্তম উত্তম মণির প্রভায় তাঁহার সহস্র ফণা উদ্দীপিত হইতেছিল। ইতিমধ্যে একদা সনৎকুমার প্রভৃতি ভগবানের কর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ সেই সকল কর্ম্ম গান করিতে করিতে তত্ত্বজিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বর্গঙ্গাজলে অভিষিক্ত জটাভারদ্বারা তাঁহার চরণ-পীঠস্বরূপ পদ্ম স্পর্শ করিলেন। নাগনিতম্বিনী সকল পতি-কামনায় নানা উপহারদ্বারা প্রেমভরে উহার পূজা করেন।

(সঙ্কর্ষণ নেত্র মুদিত করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ঋষিগণ উপস্থিত হইবামাত্র) তাঁহাদিগের অভ্যুদয়-কামনায় কিঞ্চিৎ

---

১ মুদ্রিত করিয়া।

উন্মীলিত করিলেন। অনন্তর প্রশ্ন অনুসারে নিবৃত্তি-ধর্ম্মাভিরত সনৎকুমার এবং ধৃতব্রত সাংখ্যায়ন মুনিকে ভাগবত কহিলেন। পারমহংস্য-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন অবশেষে ভগবানের বিভূতি কীর্ত্তন করিতে করিতে ইহা আমাদিগের গুরু পরাশর এবং বৃহস্পতিকেও বলিলেন। সেই দয়ালু ঋষি পরাশর পুলস্ত্যের আদেশ[১] ক্রমে আমাকে ঐ আদ্য পুরাণ কহিয়াছেন। আমি তোমার নিকট তাহাই কহিব। তুমি আমার একান্ত অনুগত। (ভাগবতে) তোমার শ্রদ্ধাও আছে।

যখন এই বিশ্ব একমাত্র মহাসাগরে নিমগ্ন ছিল, হরি তখন স্বরূপানন্দেই আনন্দিত হইয়া কার্য্যচেষ্টা পরিহার-পূর্ব্বক নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া একাকী অহীন্দ্র-তল্পে শয়ন করিয়া ছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার জ্ঞানশক্তি তিরোহিত হয় নাই। নিদ্রাকালীন তিনি শরীর-মধ্যে যাবতীয় ভূত সংহার করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু (সৃষ্টির সময় তাঁহাকে প্রতিবোধিত করিবার নিমিত্ত) কালময়ী শক্তিকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং অগ্নি যেরূপ রুদ্ধবীর্য্য হইয়া কাষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে, তিনি সেইরূপ আপন পদ সেই সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন।

---

১ পরাশরের পিতা শক্তিকে রাক্ষসে ভক্ষণ করে। পরাশর তখন গর্ভে ছিলেন। অনন্তর জন্মগ্রহণ করিয়া মাতার নিকট পিতার ঐপ্রকার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসকুল-বিনাশের নিমিত্ত রাক্ষসযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন পুলস্ত্য আসিয়া তাঁহাকে সেই যজ্ঞ হইতে নিবারণ করিলেন। কারণ রাক্ষসেরা পুলস্ত্যের বংশ। পরাশর তাঁহার প্রার্থনায় নিবৃত্ত হইলেন। পুলস্ত্য তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন "বৎস! তুমি পুরাণবক্তা হইবে।" ম. ভা.

এই রূপে চতুঃসহস্র যুগ জলমধ্যে নিদ্রাবস্থায় শয়ন করিয়া অবশেষে তিনি পূর্ব্ব-নিযুক্ত কালনাম্নী নিজ শক্তি দ্বারা ক্রিয়া-কলাপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন আপনার দেহে যাবতীয় লোককে নীলবর্ণ দর্শন করিলেন।

(সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত) যে সূক্ষ্ম অর্থে ভগবানের দৃষ্টি নিবিষ্ট ছিল, সেই সূক্ষ্ম অর্থ অবশেষে কালানুসারী রজোগুণে ক্ষোভিত হইয়া উদ্ভব-কামনায় তাঁহার নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াই কর্ম্ম-প্রতিবোধক কালবলে সহসা পদ্মকোষে পরিণত হইল এবং আত্মযোনি আদিত্যের ন্যায় আপন প্রভায় সেই বিশাল সলিলরাশি প্রদীপ্ত করিল। জীবের ভোগ্য যাবতীয় অর্থই তাহা হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন সেই [১] বিষ্ণুই উহাতে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ভগবদধিষ্ঠিত সেই পদ্ম হইতে স্বয়ং[২]-বেদময় বিধাতা (যাঁহাকে স্বায়ম্ভুব কহিয়া থাকে[৩]) উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু কোন লোককেই দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই সরোরুহ-কর্ণিকায় উপবেশন করিয়া শূন্যমার্গে অক্ষি-বিক্ষেপ করত চারি দিক্ দর্শন করিলেন। তাহাতেই চতুর্মুখ প্রাপ্ত হইলেন।

ব্রহ্মার আশ্রয়ীভূত পদ্ম যে সলিল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রলয়কালীন বায়ুবলে চালিত হইয়া তাহার চতুর্দিকে ভীষণ ঊর্ম্মি উৎথিত হইতেছিল। আদিদেব (তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া) সেই পদ্ম, লোকের তত্ত্ব এবং আপনাকেও স্বয়ং

---

১ অর্থাৎ—যাঁহা হইতে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল।
২ অর্থাৎ—কাহারও নিকট অধ্যয়ন করিয়া বেদ প্রাপ্ত হন নাই।
৩ অর্থাৎ—তাহার জন্মদাতা দৃষ্ট না হওয়াতে।

বুঝিতে পারিলেন না। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন "এই যে পদ্মে আমি একাকী উপবেশন করিয়া আছি; আমি কে? একমাত্র এই পদ্মই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনুমান হইতেছে, অবশ্য ইহার নিম্নে কোন বস্তু থাকিবে। ইহা সেই বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

অজ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া সেই পদ্ম-মৃণালের ছিদ্র দিয়া জলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করতও পদ্মের নাভি (উৎপত্তি-স্থান) প্রাপ্ত হইলেন না।

বিদুর! যে সুদীর্ঘ কাল বিষ্ণুর অস্ত্ররূপে (সুদর্শনরূপে [১]) মনুষ্যদিগের ভয় উৎপাদন করত তাহাদিগের আয়ুশেষ করিতেছে, ব্রহ্মা জলপারে আপনার উৎপত্তি-স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে তত কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর মনোরথ চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হইয়া আপনার আশ্রয়ীভূত পদ্মে প্রত্যাগমন করত অল্পে অল্পে শ্বাস রোধ করিলেন; এবং সমাধিযোগ অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এই অবস্থায় পুরুষের পরমায়ু-পরিমিত (শত বৎসর) কাল অতিবাহিত হইলে অবশেষে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। তখন দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়াও যে পুরুষকে দেখিতে পান নাই; তিনি এক্ষণে আপনিই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। পুরুষ মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ সুদীর্ঘ শেষ নাগের শরীর-রূপ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। সর্প তাঁহার উপর দশ-সহস্র-ফণা-রূপ আতপত্র

---

১ সুদর্শনচক্রে পরিমিত কালচক্রের পরিমাণ শত বৎসর।

ধারণ করিতেছেন। সেই অযুত-মূর্দ্ধজ মণির প্রভায় চতুর্দিক্‌স্থ জলরাশির প্রলয়-ধ্বান্ত তিরোহিত হইতেছে। কি বিস্তার, কি দৈর্ঘ্য, কোন দিকেই সেই পুরুষের দেহ-পরিমাণ করা যায় না। সমস্ত লোক তাহাই আশ্রয় করিয়া আছে। অপর, সেই দেহই দিব্য আভরণ ও বস্ত্রের শোভা সম্পাদন করিবার যোগ্য; তথাপি তাহা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। হরি সেই দেহ ধারণ করিয়া, রত্ন, জলধারা, ওষধি ও পুষ্পসমূহ-রূপ-মালা-বেষ্টিত; বেণুময়-ভুজ-বিশিষ্ট; বৃক্ষ-রূপ-পাদ-শোভী, স্বর্ণময়-শিখর-ভুয়িষ্ঠ, সন্ধ্যাকালীন-মেঘ-রূপ-বস্ত্র-ধারী হরিদ্-বর্ণ-উপলময় গিরিরাজের শোভা জয় করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি অভীষ্ট-ফল-লাভের নিমিত্ত বিশুদ্ধ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন, পুরুষ তাঁহাদিগকে অভিলষিত প্রদান করিবার নিমিত্ত কৃপাবশে নখময়-ইন্দু-কিরণাঞ্চিত-অঙ্গুলি-রূপ-পত্র-বিশিষ্ট পাদপদ্ম প্রদর্শন করিতেছেন।

তাঁহার আনন সমুজ্জ্বল কুণ্ডলে বিভূষিত; অধর-বিম্বের রক্তিমায় রঞ্জিত; সুগঠন নাসিকায় সুশোভিত এবং মনোহর ভ্রূযুগলে বিরাজিত। তাহাতে আবার মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া হরি যেন উপাসকের সম্মাননা করিতেছেন। কটিদেশে কদম্ব-কিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবাস এবং কাঞ্চীদাম অপূর্ব্বশোভা সম্পাদন করিয়াছে। বৎস! শ্রীবৎস-লক্ষিত বক্ষঃস্থলে মহা-মূল্য হার বিলম্বিত হইতেছে।

পুরুষ উৎকৃষ্ট কেয়ূর এবং উত্তম উত্তম মণির প্রভায় অভি-ব্যাপ্ত সহস্র-বাহু-রূপ শাখা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মূলও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ভুজগেন্দ্র আপন শরীর

দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশও বেষ্টন করিয়া আছেন। সুতরাং একটী প্রধান চন্দনতরুর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ভগবান্ অহীন্দ্রের বন্ধু ; জলে নিমগ্ন, এবং সহস্র কিরীটরূপ হিরণ্ময় শৃঙ্গ বিশিষ্ট। তাঁহার মূর্ত্তিমধ্যে কৌস্তুভ রত্নও রহিয়াছে। অতএব মহীধরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। নিজ-কীর্ত্তিময়ী বনমালা তাঁহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া আছে। বেদরূপী ভ্রমরগণ অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে।

কি সূর্য্য, কি ইন্দু, কি বায়ু, কি অগ্নি কেহই তাঁহার উপর আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না,[১] লোকের রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম-সাধন যে সকল সুদর্শনাদি অস্ত্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, পুরুষ সে সকলেরই দুরাক্রম্য।[২]

ব্রহ্মা সেই পুরুষকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার দর্শন করিয়া তাঁহাকে হরি বলিয়া জানিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন, সেই নাভি-সম্ভূত পদ্ম, সেই জল, সেই প্রলয়বায়ু, এবং সেই আপনি সেই পুরুষেই অবস্থিতি করিতেছেন। তখন লোকসৃষ্টিও তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। অবশেষে তিনি রজোগুণে যুক্ত হইয়া সেই গুলির দৃষ্টান্তে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করত পূজনীয় ভগবানে আত্মা বিনিবেশনপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবদ্দর্শন-নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ অর্থাৎ, সূর্য্য তাঁহাকে তাপ দিতে পারেন না, চন্দ্র আলোক দিতে পারেন না, বায়ু বীজন করিতে পারে না এবং অগ্নি উত্তপ্ত করিতে পারেন না। অর্থাৎ, তিনি সকলেরই ঊর্দ্ধবর্ত্তী।

২ অর্থাৎ, ইহাতে তিনি আহত হন না।

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, বিভো! আমি বহু কাল উপাসনা করিয়া অবশেষে আপনাকে জানিতে সমর্থ হইলাম। মনুষ্যের এই এক মহৎ দোষ যে, তাহারা আপনার তত্ত্ব অবগত নহে। ভগবন্! আপনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই। বস্তুসমূহ আপাততঃ আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে সত্য বটে; কিন্তু বাস্তবিক সে সকলই মিথ্যা। মায়া-গুণের বিক্ষোভবশতঃ আপনি একাকীই নানা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জ্ঞানশক্তির আবির্ভাবনিবন্ধন আপনি নিরন্তর অজ্ঞানবিহীন। এক্ষণে আপনি উপাসকদিগের প্রতি অনু-গ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে যে নিজরূপ প্রকাশ করি-লেন, ইহাই শত শত অবতারের মূল। আমি এই রূপের নাভি-সম্ভূত পদ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। হে পরম! আপনার যে রূপের প্রকাশ অনাচ্ছন্ন এবং যাহা ভেদশূন্য, সুতরাং আনন্দমাত্র, আমি দেখিতেছি, তাহা আপনার এই রূপ হইতে ভিন্ন নহে। অতএব আমি এই রূপেরই আশ্রয় লইলাম। উপাস্যের মধ্যে আপনার এই রূপই প্রধান। কারণ, ইহাই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়।

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা আপনার উপাসক। আমরা ধ্যানে নিমগ্ন হইলেই আপনি আমাদিগকে এই রূপ প্রদর্শন

করিলেন।[১] অতএব ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি। যে নারকীরা ঈশ্বর নাই বলিয়া কুতর্ক করিয়া থাকে, তাহারাই আপনাকে আদর করে না। নাথ! বেদবায়ু আপনার চরণাম্বুজের পরাগগন্ধ চালন করিতেছে। যাঁহারা কর্ণবিবর দ্বারা ঐ গন্ধের আঘ্রাণ লন, আপনি তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া স্বীকার করেন; এবং তাঁহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা আপনার চরণযুগল বদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং আপনি তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হন না। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত আপনার চরণমূল আশ্রয় না করে, সেই পর্য্যন্তই ধন, দেহ ও বন্ধুদিগের নিমিত্ত শোক,[২] স্পৃহা,[৩] কষ্ট-বোধ,[৪] লোভ এবং নষ্ট বস্তু কদাচিৎ পুনর্বার প্রাপ্ত হইয়া আপন বোধে তাহাতে মমতা প্রকাশ, করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।

বিভো! আপনার প্রসঙ্গ[৫] যাবতীয় অমঙ্গল নষ্ট করে। যে সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহা হইতে বিমুখ, বিধাতা তাহাদিগের বুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়াছেন। তাহাদিগের চিত্ত লোভেই অভিভূত। সেই হেতু তাহারা ভোগসুখের কণিকামাত্র উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী হইয়া নিরন্তর কেবল অমঙ্গল সাধন করিতেছে। লোকসমূহ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সুদুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যন্ত্রণা

---

১ অর্থাৎ—ইহাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ! কারণ, আমরা ধ্যানেই আপনার এই রূপ দর্শন করিলাম। ধ্যানের সময় আপনি আমাদিগকে মিথ্যা রূপ প্রদর্শন করিবেন, ইহা কোন রূপেই সম্ভব হইতে পারে না।

২ ধনাদি গত হইলে শোক। ৩ ধনাদি গত হইলে পুনর্ব্বার প্রাপ্তি-বাসনা।

৪ যতক্ষণ পুনর্ব্বার না প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫ শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি।

ভোগ করিতেছে। হে পরম! তাহা দর্শন করিয়া আমার মন একান্ত ব্যথিত হইতেছে। ঈশ! ইন্দ্রিয়ার্থরূপিণী[১] আপনার মায়াদ্বারা দেহাদির বল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন লোকে যে পর্য্যন্ত এই বিশ্বকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, সংসার, বাস্তবিক অসত্য হইলেও, তাহাদিগের পক্ষে সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয় না। প্রত্যুত ক্রিয়াফলশালী হইয়া তাহাদিগকে নিরন্তর দুঃখ দিয়া থাকে। দেব! (অবিবেকিদিগের কথা দূরে থাকুক্, বিবেকী) ঋষিরাও আপনার প্রসঙ্গে বিমুখ হইয়া সংসারকষ্ট ভোগ করেন। (কারণ সংসারী হইলেই) তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম দিবাভাগে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ক্লেশ পায়। রাত্রিতে নিদ্রাগত হইয়াও তাঁহারা সুখভোগ করিতে সমর্থ হন না; কারণ, বিবিধ-মনোরথ-নিবন্ধন ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে থাকে।[২] কার্য্যে ভগ্নোদ্যম হইয়াও তাঁহারা অশেষ মনঃপীড়া সহ্য করেন।

নাথ! শ্রবণদ্বারা আপনার পথ দর্শন করা যায়।[৩] যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ ভক্তিযোগে পবিত্র হইয়া উঠে, আপনি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে বসতি করেন। হে বিপুলকীর্ত্তে! ভক্তগণের মধ্যে যিনি যে রূপে আপনাকে ভাবনা করেন, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সেই রূপেই দর্শন

---

১ 'অর্থ'—বিষয়। 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়,' অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ। তাহাই মায়ার স্বরূপ।

২ অর্থাৎ, স্বপ্নদর্শনদ্বারা।

৩ অর্থাৎ—বেদাদি শাস্ত্র এবং বিজ্ঞের উপদেশ-শ্রবণদ্বারা জ্ঞান জন্মিলেই আপনার স্বরূপ জানিতে পারা যায়, সাক্ষাৎ চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায় না।

দেন। আপনি নিষ্কাম ভক্তদিগের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন হন (হৃদয়ে কামনা রাখিয়া) দেবতারাও যদি বিবিধ উৎকৃষ্ট উপচারে আপনার পূজা করেন, তাহা হইলে আপনি তাঁহাদিগের প্রতি সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। অথচ সর্ব্ব ভূতের প্রতি দয়ানিবন্ধন আপনি একাকী নানা জনের অন্তঃকরণে সুহৃৎ ও অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যাহারা আপনার ভক্ত নহে, তাহারা আপনার দয়ার পাত্র হইতে পারে না। অতএব, নাথ! যজ্ঞ, দান, উগ্র তপস্যা ও ব্রাহ্মণাদির পরিচর্য্যা প্রভৃতি পুরুষের যে সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্ম আছে, আপনার আরাধনাই তাহার শ্রেষ্ঠ ফল! কারণ, ধর্ম্মকর্ম্ম আপনাতে সমর্পিত হইলে কদাচিৎ বিনষ্ট হয় না।[১]

বিভো! চৈতন্যই আপনার স্বরূপ। তন্নিবন্ধন আপনি নিরন্তর ভেদ-ভ্রম-শূন্য। অপর, বোধই আপনার বিদ্যাশক্তি। সুতরাং আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আপনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণীভূতা মায়ার বিলাস দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। হে ঈশ্বর! আমরা আপনাকে নমস্কার করি।

হে অজ! যে সকল ব্যক্তি প্রাণ-ত্যাগ-সময়ে বিবশ হইয়াও আপনার অবতার,[২] গুণ,[৩] ও কর্ম্ম,[৪] সূচক নাম সকল কেবল উচ্চারণ করেন, তাঁহারা অনেকজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত

---

১. অভিলষিত-প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, অভিলষিত-প্রাপ্তি হইলেই তাহার নাশ হয়। কিন্তু কেবল আপনার আরাধনার নিমিত্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার আর ক্ষয় থাকে না।

২ অবতারসূচক নাম—‘দেবকীনন্দন’ ইত্যাদি।

৩ গুণসূচক নাম—‘সর্ব্বজ্ঞ’ ‘ভক্তবৎসল’ ইত্যাদি।

৪ কর্ম্মসূচক নাম—‘গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ’ ‘কংসারি’ ইত্যাদি।

হইয়া আবরণশূন্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। অতএব আমরা আপনার শরণাগত হইলাম।

ব্রহ্মন্! আপনি ভুবনরূপ বৃক্ষ। যে প্রকৃতি আপনাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত সেই প্রকৃতিকে আমি, (ব্রহ্মা) বিষ্ণু ও শিব রূপ ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া তিন স্কন্ধ বিস্তার করত ঐ বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ ও মনুসকল ঐ বৃক্ষের ভূরি ভূরি শাখা প্রশাখা। বিভো! আমরা সেই ভুবন-দ্রুমরূপী আপনাকে নমস্কার করি।

আপনি স্বয়ং বলিয়াছেন[১] যে, আপনাকে আরাধনা করাই লোকের স্বীয়-হিতকর কার্য্য। কিন্তু মনুষ্য বিরুদ্ধ কার্য্যে রত হইয়া যখন তাহাতে মনোযোগ করিতেছে না, আপনি তখনই বলবান্ কাল স্বরূপে তাঁহাদিগের জীবিতাশা সদ্য সংহার করিতেছেন। সেই কালরূপী আপনাকে নমস্কার।

যজ্ঞেশ্বর! (অন্য ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক্) আমি দ্বিপরার্দ্ধ-কালস্থায়ি, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত অধিষ্ঠানে উপবিষ্ট হইয়াও কালরূপী আপনা হইতে ভীত হইয়াছি; এবং (সেই ভয়েই) আপনাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইয়া বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছি। হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি।

আপনি নিরন্তর স্বরূপানন্দ আস্বাদন করিতেছেন, সেই হেতু বিষয়সুখে আপনার স্পৃহা নাই। অতএব আপনি পুরু-

---

১ ভগবদ্গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, "কৌন্তেয়! যাহা করিবে; যাহা ভোজন করিবে; যাহা হোম করিবে; যাহা দান করিবে; এবং যে তপস্যা করিবে; সে সকলই আমাকে অর্পণ করিবে।

যোত্তম।[১] কিন্তু আপনি স্বেচ্ছানিবন্ধন পশু, পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি জীবযোনিতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া স্বকৃত-ধর্ম্মমর্য্যাদা-প্রতিপালনের নিমিত্ত সেই সেই রূপে বিহার করিতেছেন। আপনাকে নমস্কার করি।

পঞ্চবৃত্তিশালিনী[২] (নিদ্রার হেতুভূতা) অবিদ্যা আপনাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। তথাপি আপনি উদর-মধ্যে লোকস্থিতি সংহার করিয়া, ভীষণতরঙ্গমালাকুলিত[৩] সলিল-গর্ভে ভুজঙ্গশয্যায় সুখস্পর্শ অনুভব করত নিদ্রাগত হইয়া মনুষ্যদিগকে[৪] সুখ[৫] প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় লোকত্রয়ের উপকার করিব বলিয়া[৬] আমি আপনার নাভি-পদ্মরূপ ভবন হইতে আপনার অনুগ্রহেই উৎপন্ন হইয়া-ছিলাম। তৎকালে জগৎপ্রপঞ্চ আপনার উদরে বিলীন ছিল। যোগনিদ্রার অবসানে এক্ষণে আপনার নয়ননলিন বিকসিত হইয়াছে। ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি।

ভগবান্ যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা অখিল বিশ্বকে সুখিত করিতেছেন, প্রার্থনা করি, তিনি আমার নয়নকে সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের সহিত সংযুক্ত করুন। তাহা হইলেই আমি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারিব। (আমার এই প্রার্থনা অনুচিতও নহে।) কারণ, তিনি প্রণতপ্রিয়;[৭] নিখিল জগতের বন্ধু; অদ্বিতীয় এবং সকলের অন্তর্যামী।

---

১ কারণ, আপনাতে পশু প্রভৃতি উপাধি ও ধর্ম্মের সংস্পর্শ নাই।

২ অজ্ঞান, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ ও মরণভয়।

৩ "পরের উপকারের নিমিত্ত তৎকালে আপনি দুঃসহ দুঃখও সহ্য করিয়াছিলেন; ইহা জানাইবার নিমিত্ত সলিলের এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

৪ শ্রান্ত মনুষ্যদিগকে। ৫ বিশ্রামসুখ। ৬ সৃষ্টি করিয়া।

৭ তাৎপর্য্য—আমি প্রণত; এবং সৃষ্টি করা ভিন্ন আমার অন্য প্রার্থনীয়ও নাই।

ঈশ্বর প্রপন্ন ব্যক্তিদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তিনি গুণকৃত অবতার গ্রহণ করিয়া আত্মশক্তি রমার সহিত যে যে কার্য্য করিবেন, প্রার্থনা করি, আমি তাঁহার প্রভাবান্বিত এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি আমার চিত্তকে সেই সেই কার্য্যে এরূপে প্রয়োগ করুন্, যেন আমি কর্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই।

বিজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন আমি যে জলশায়ী, অনন্ত পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছি; এক্ষণে তাঁহারই মূর্ত্তি-ভেদরূপ এই বিচিত্র বিশ্ব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রার্থনা করি, যেন আমার বেদবাণী বিলুপ্ত না হয়।

ভগবানের করুণার সীমা নাই। অতএব প্রার্থনা করি, সেই পুরাণ পুরুষ বিশ্বের উৎপাদন এবং আমাদিগের প্রতি অনু-গ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত নিদ্রা হইতে উত্থান করত পরি-বর্দ্ধিত-প্রেম-মৃক্ষিত হাস্যের সহযোগে আস্য-কমল বিকসিত করিয়া মৃদুমধুর বাক্যে আমাদিগের বিষাদ দূরীভূত করুন।

মৈত্রেয় বলিলেন, ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা ও সমাধিবলে স্বকীয় উদ্ভবনিদান ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া যথাশক্তি বাক্য ও মনোদ্বারা স্তব করত শ্রান্তের ন্যায় বিরত হইলেন।

মধুসূদন ব্রহ্মাকে প্রলয়বারিদর্শনে মুগ্ধ এবং স্বকীয় সৃষ্টি-রচনার নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্ত দর্শন করিয়া গভীর বাক্যে তাঁহার মোহ শান্তি করত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে বেদগর্ভ! বিষাদকৃত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি করিতে উদ্যত হও। তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে [১]

[১] "আমার নয়নকে সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের সহিত সংযুক্ত করুন" ইত্যাদি।

আমি পূর্ব্বে তাহা সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি পুনর্বার তপস্যা ও মদ্‌বিষয়িণী বিদ্যা আশ্রয় কর। ব্রহ্মন্‌! তাহা হইলেই তুমি দেখিতে পাইবে লোকসমূহ তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রকাশিত রহিয়াছে। অনন্তর ভক্তিযুক্ত ও সমাহিত হইবে। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে, আমি তোমাকে ও যাবতীয় লোককে ব্যাপিয়া আছি; এবং লোকসমূহ ও জীবসকল আমাতে অবস্থিতি করিতেছে। মনুষ্যেরা যখন দেখিতে পাইবে যে, যেরূপ অগ্নি প্রত্যেক কাষ্ঠেই নিহিত থাকে, সেইরূপ আমি সর্ব্ব ভূতেই অবস্থিতি করিতেছি, তখনই তাহাদিগের পাপ দূরীভূত হইবে। সেই সময় তাহারা জানিতে পারিবে যে তাহাদিগের জীবাত্মা ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও আশয়ের[১] সহিত লিপ্ত নহে; কিন্তু আমার সহিত একীভূত। সুতরাং তাহারা মুক্ত হইবে।

ব্রহ্মন্‌! তুমি নানা কার্য্য বিস্তার করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর তোমার আত্মা সে বিষয়ে অবসন্ন হইবে না। কারণ, তোমার প্রতি আমার অতিশয় অনুগ্রহ আছে। তুমি আদ্য ঋষি। অতএব পাপী রজোগুণ তোমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। অপর, তুমি প্রজা সৃষ্টি করিতে কামনা করিয়াও আমাতে মন বদ্ধ করিয়াছ। দেহী সকল কষ্ট করিয়াও আমাকে জানিতে পারে না; কিন্তু তুমি অদ্য আমাকে জানিতে সমর্থ হইয়াছ। কারণ, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে আমি ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও আত্মার সহিত লিপ্ত নহি। নালমার্গ দিয়া সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করত পদ্মের মূল অন্বেষণ

---

১ ধর্ম্মাধর্ম্ম; অদৃষ্ট।

করিতে করিতে যখন আমার অস্তিত্ববিষয়ে তোমার সন্দেহ জন্মিয়াছিল[১] আমি তখনই তোমার হৃদয়মধ্যে আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছি। ব্রহ্মন্! তুমি আমার নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া যে উৎকৃষ্ট স্তব করিয়াছ, এবং তপস্যায় যে নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছ, সে সকলই আমার অনুগ্রহ বলিয়া জানিবে। আমি গুণময় বলিয়া প্রতীয়মান; অথচ তুমি লোক-সৃষ্টি-কামনায় আমাকে নির্গুণ বলিয়া স্তব করিয়াছ। তাহাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে স্তব করিয়া আমাকে ভজনা করিবে, আমি অবিলম্বে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব। আমি যাবতীয় অভিলাষ ও বরের কর্ত্তা। পূর্ত্তকর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও সমাধি হইতে যে মুক্তি-ফল উৎপন্ন হয়, তত্ত্ববেত্তারা কহিয়া থাকেন, আমার প্রীতিই সেই মুক্তিফল। ধাতঃ! আমি আত্মার আত্মা; এবং যাবতীয় প্রিয় বস্তুরই প্রিয়। অতএব আমাতেই আসক্ত হইবে। আমার নিমিত্তই লোকের দেহাদিতে প্রণয় হইয়া থাকে।

এক্ষণে তুমি আপনিই[২] এই বিশ্ব; পূর্ব্বের ন্যায় যাবতীয় প্রজা; এবং যে সকল প্রজা আমার পশ্চাৎ শয়ন করে,[৩] তাহাদিগকেও, সৃষ্টি কর। তুমি নিখিল-বেদময়[৪]; এবং আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ।[৫]

মৈত্রেয় বলিলেন, পুরুষপ্রধান পদ্মনাভ পরমেশ্বর জগৎ-

---

১ অর্থাৎ, এই পদ্মের অবশ্যই আশ্রয় আছে; কিন্তু দেখিতেও পাইতেছি না; তবে কি নাই, এইরূপ সন্দেহ।

২ কাহারও সাহায্য না লইয়া।

৩ অর্থাৎ, লয়প্রাপ্ত হয়।

৪ অর্থাৎ, কাহাকেও তোমায় জানাইতে হইবে না।

৫ অর্থাৎ, তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে।

অস্টা ব্রহ্মার নিকট এই রূপে সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া আপনার শ্রীনারায়ণরূপ সংহার করত তিরোহিত হইলেন।

ব্রহ্মার স্তব-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

বিদুর বলিলেন, ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে পর সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা দেহ ও মন হইতে কয়প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিলেন, ভগবন্! আপনি তাহা উল্লেখ করুন। এতদ্ভিন্ন আমি আপনাকে অন্যান্য যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হে বহুজ্ঞ! আপনি সে সমুদায়ও আনুপুর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়া আমার নিখিল সংশয় দূরীভূত করুন।

সূত বলিলেন, কৌশারবি মহামুনি মৈত্রেয় এই প্রকারে বিদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। বিদুর যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মুনির সে সকলই স্মরণ ছিল। (অতএব একে একে) প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ব্রহ্মাও শ্রীনারায়ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া তাঁহারাই আদেশানুসারে শত বৎসর দিব্য তপস্যা আচরণ করিলেন। সেই অনুষ্ঠিত তপস্যা এবং আত্মাশ্রয়িণী বিদ্যা-বলে তাঁহার বিজ্ঞান ও বল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজের অধিষ্ঠানভুত পদ্ম ও সলিলকে প্রলয়কালবলে হৃতবীর্য্য বায়ু দ্বারা কম্পিত হইতে দর্শন করিয়া সলিলের সহিত ঐ বায়ু আচমন করিলেন। অনন্তর স্বয়ং যে পদ্মে উপবেশন করিয়া-

ছিলেন, সেই পদ্মকে আকাশব্যাপি নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন, যে সকল লোক ইতিপূর্ব্বে বিলীন হইয়াছে, আমি ইহা দ্বারাই ঐ সকলকে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব।

(বিদুর!) কর্ত্তব্যবিষয়ে নারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর, তিনি যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা চতুর্দশ এবং তদপেক্ষা অধিকতর লোকও সৃষ্টি হইতে পারিত। অতএব পিতামহ ঐ পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে লোকত্রয়ে বিভক্ত করিলেন। জীবগণের যে সকল ভোগ্য স্থান প্রত্যহ বিরচিত হইয়া থাকে, এই লোকত্রয় ঐ সকলের মধ্যেই এক রচনাবিশেষ। ব্রহ্মলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ।[১]

বিদুর বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা বহুরূপী হরির যে কালনামক লক্ষণের কথা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার যথার্থ স্বরূপ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

মৈত্রেয় বলিলেন, বিদুর! গুণগণের মেলনই[২] কালের আকার। কাল স্বয়ং ভেদশূন্য। তাহার আদি বা অন্ত নাই। আদিপুরুষ লীলাবশে সেই কালকেই নিমিত্ত করিয়া আপনাকে (বিশ্বরূপে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিশ্ব বিষ্ণুর মায়া দ্বারা সংহৃত হইয়া ব্রহ্মময় হইয়া যায়। শেষে ঈশ্বর অব্যক্ত-

---

১ অর্থাৎ, তাহার প্রত্যহ সৃষ্টি হয় না। এ স্থলে ব্রহ্মলোক কেবল উপলক্ষণমাত্র। সমুদায়ের ভাব এই,—ত্রৈলোক্য কাম্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ; সুতরাং প্রতিকল্পেই তাহার উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যলোক, ব্রহ্মলোক এবং মহর্লোক প্রভৃতি লোকসমূহ নিষ্কাম-ধর্ম্মের ফলস্বরূপ। সুতরাং তাহারা নশ্বর নহে। সে সকল দ্বিপরার্দ্ধ-বৎসর-স্থায়ী। তাহার পরে তত্তৎস্থানবাসী ব্যক্তিদিগের প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে।

২ মহদাদি-পরিণাম।

স্বরূপ কালকে নিমিত্ত করিয়া উহাকে পৃথক্ প্রকাশিত করেন। এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার রহিয়াছে, পূর্ব্বে অবিকল এই প্রকারই ছিল; এবং ইহার পরেও এইপ্রকার থাকিবে।

বিশ্বের সৃষ্টি নয়প্রকার। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টি আছে। (উহা দশম।)

ইহার প্রলয়ও তিনপ্রকার। কালকৃত প্রলয়;[১] দ্রব্যকৃত প্রলয়;[২] এবং গুণকৃত প্রলয়[৩]।

মহৎ প্রথম সৃষ্টি। হরি হইতে যে গুণবৈষম্য[৪] উৎপন্ন হয়, তাহাই মহতের লক্ষণ।

অহঙ্কার দ্বিতীয় সৃষ্টি। উহা হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া সমুদিত হয়।

পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূতসৃষ্টি[৫] তৃতীয়। উহাই মহাভূতের উৎপাদক।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ময় সৃষ্টি চতুর্থ।

বৈকারিক সৃষ্টি পঞ্চম। দেবগণ[৬] ও মন বৈকারিক।

অবিদ্যা ষষ্ঠ সৃষ্টি। অবিদ্যা জীবগণের অবুদ্ধি[৭] জন্মাইয়া দেয়।

এই যে সৃষ্টির কথা কহিলাম ইহারা প্রাকৃত। বৈকৃত সৃষ্টি

---

১ অর্থাৎ, নিত্যপ্রলয়। ২ সঙ্কর্ষণের মুখানলদ্বারা কৃত নৈমিত্তিক-প্রলয়।
৩ আপন আপন কার্য্য গ্রাসকারী প্রাকৃতিক-প্রলয়।
৪ গুণের পরস্পর প্রভেদ। ৫ অর্থাৎ, ভূত সূক্ষ্মসৃষ্টি।
৬ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা।
৭ আবরণ ও বিক্ষেপ। যে অজ্ঞানদ্বারা প্রকৃত বস্তু আচ্ছন্ন থাকে তাহার নাম আবরণ। আর যদ্দ্বারা একে অন্য বস্তুর ভ্রম হয় তাহার নাম বিক্ষেপ। যথা রজ্জুতে সর্পের ভ্রমস্থলে আবরণজন্য উহাতে রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হইল না এবং বিক্ষেপ নিবন্ধন উহাতে সর্পের ভ্রম হইল।

উল্লেখ করিতেছি, সুস্থির চিত্তে শ্রবণ কর। কারণ, যে পর ব্রহ্ম হরিকে স্মরণ করিলে সংসার দূরীভূত হয়, ইহা তাঁহারই লীলা।

স্থাবর সপ্তম সৃষ্টি। স্থাবর সকলের প্রথমে সৃষ্ট হয়; সুতরাং উহা সকল সৃষ্টির মুখস্বরূপ। এই নিমিত্ত উহার নাম মুখ্য সৃষ্টি। স্থাবর ছয়প্রকার, — বনস্পতি,[১] ওষধি,[২] লতা,[৩] ত্বক্‌সার,[৪] বীরুধ্[৫] ও দ্রুম[৬]। ইহারা সকলেই উৎ-স্রোত[৭] এবং তমঃপ্রায়[৮]। কিন্তু ইহারা অন্তরে স্পর্শ অনু-ভব করিতে পারে। ইহাদিগের ভেদও অনেক।

তির্য্যক্-জাতি অষ্টম সৃষ্টি। উহার ভেদ অষ্টাবিংশতি। উহারা সকলেই জ্ঞানশূন্য এবং আহারাদিমাত্রে নিরত। ঘ্রাণ-দ্বারা অভীষ্ট-পদার্থ জানিতে পারে; কিন্তু কেহই হৃদয়ে দীর্ঘ কাল চিন্তা করিতে পারে না। উহাদিগের মধ্যে ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়,[৯] রুরু,[১০] মেষ ও উষ্ট্র, ইহারা দ্বিশফ, — অর্থাৎ ইহাদিগের খুর দুই ভাগে বিভক্ত। আর গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ এবং চমরী; ইহারা একশফ;— অর্থাৎ ইহাদিগের খুর অবিভক্ত। বিদুর! কুক্কুর, শৃগাল, বৃক,[১১] ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শশক, শল্লক, সিংহ, বানর, গজ, কূর্ম্ম, ও গোধা,[১২] ইহারা পঞ্চনখ;—অর্থাৎ ইহাদিগের প্রত্যেক

---

১ পুষ্পব্যতীত ফলশালী বৃক্ষ। ২ ফলপাকান্তর যাহারা মৃত হয়।

৩ যাহারা আরোহণের নিমিত্ত অন্যের অপেক্ষা করে। ৪ বেণু প্রভৃতি।

৫ লতাবিশেষ; কিন্তু কাঠিন্যবশতঃ আরোহণের নিমিত্ত অন্যের অপেক্ষা করে না। ৬ পুষ্পান্তর ফলশালী বৃক্ষ।

৭ ঊর্দ্ধে যাহাদিগের আহারসঞ্চার হয়।

৮ অর্থাৎ, ইহাদিগের চৈতন্য ব্যক্ত নহে।

৯ গোসদৃশ পশু, ইহাদিগের গলকম্বল নাই।

১০ মৃগবিশেষ। ১১ নেকড়িয়া ব্যাঘ্র। ১২ গোসাপ।

পদে পাঁচ পাঁচটী নখ আছে। মকরাদি জন্তু জলচর। আর, কঙ্ক; গৃধ্র; বক; শ্যেন; ভাস; ভল্লুক, ময়ূর; হংস; সারস; চক্রবাক্; কাক ও পেচক ইহারা খেচর।

মনুষ্য আর এক সৃষ্টি। উহা নবম। আহার মনুষ্যদিগের অধোভাগে সঞ্চারিত হয়। মনুষ্যে রজোগুণ অধিক পরিমাণে আছে; সুতরাং তাহারা কর্ম্মে তৎপর এবং দুঃখকেও সুখ বলিয়া বোধ করে।

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমি যে বৈকৃত সৃষ্টির কথা কহিয়াছিলাম, পূর্ব্বোক্ত এই তিনপ্রকার[১] সৃষ্টি এবং দেবসৃষ্টি সেই বৈকৃত-সৃষ্টি। কৌমার[২] সৃষ্টি উভয়াত্মক;—অর্থাৎ প্রাকৃত এবং বৈকৃত[৩]।

পূর্ব্বোক্ত বৈকারিক দেবসৃষ্টি আবার আটপ্রকার। যথা, দেব; পিতৃ; অসুর; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সর; যক্ষ ও রক্ষ; ভূত, প্রেত ও পিশাচ; সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর; এবং কিন্নর ও কিম্পুরুষ।

বিদুর! বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বাগ্রে যে দশপ্রকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা উল্লেখ করিলাম। ইহার পর বংশ এবং মন্বন্তর বর্ণন করিব।

কৌরব! আত্মভূ হরি কল্পের প্রথমে স্রষ্টা হইয়া রজোগুণ অবলম্বন করত এইরূপে আপনিই আপনাকে আপনা দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ স্থাবর, তির্য্যক্ ও মনুষ্য। ২ সনৎকুমার প্রভৃতি।
৩ অর্থাৎ, তাঁহারা দেবতাও বটেন; মনুষ্যও বটেন।

একাদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় বলিলেন, বিদুর! যাহা কার্য্যের অংশসমূহের চরম অংশ;[১] যাহা অনেক;[২] এবং যাহা সর্ব্বদা অসংযুত;[৩] তাহারই নাম পরমাণু। ঐ সকল পরমাণু একত্র মিলিত হইলে উহাদিগের হইতে মনুষ্যদিগের অবয়বীর জ্ঞান জন্মে।[৪] পরমাণু যে কার্য্য-পদার্থের চরম অংশ, ঐ সকল পদার্থ আপন আপন স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া[৫] পরস্পর মিলিত ও একীভূত থাকিলেই পরমমহৎ নামে কথিত হয়। উহাতে বিশেষের বা ভেদের আশঙ্কা নাই।[৬] পদার্থ যেরূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল, কালও সেইরূপ সূক্ষ্ম, স্থূল ও মধ্যম। কাল হরির শক্তিবিশেষ; এবং উৎপত্তি-বিষয়ে দক্ষ। সুতরাং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও পরমাণুর ব্যাপ্তিদ্বারা ব্যক্ত পদার্থের পরিচ্ছেদ করিতেছে।

যে কাল কার্য্যের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে[৭] তাহারই

---

১ অর্থাৎ, যাহার আর অংশ নাই।

২ অর্থাৎ, যাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

৩ অর্থাৎ, অন্যের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায়াবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং কার্য্যের অপগম হইলেও তাহার নাশ হয় না।

৪ ইহার তাৎপর্য্য এই, এ স্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণু আছে তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই যে, যখন অবয়বীর জ্ঞান হইতেছে তখন অবশ্যই তাহার অবয়ব আছে।

৫ অর্থাৎ, অন্য রূপে পরিণত না হইয়া।

৬ এই সন্দেহ হইতে পারে যে, পদার্থসকল ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও লক্ষণবশতঃ সর্ব্বদাই পরস্পর ভিন্ন। অতএব তাহারা কিরূপে এক হইবে? তাহার উত্তর, তাহাতে বিশেষের বা ভেদের আশঙ্কা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চই পরম মহৎ।

৭ অর্থাৎ, যত ক্ষণ সূর্য্য পরমাণু-পরিমিত স্থান অতিক্রম করেন।

নাম পরমাণু। আর যে কাল উহার সাকল্য-অবস্থা সম্ভোগ করে[১] তাহার নাম পরমমহৎ।

পূর্ব্বোক্ত দুই পরমাণুতে এক অণু এবং তিন অণুতে এক ত্র্যসরেণু হয়। ত্র্যসরেণু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণ গবাক্ষ দিয়া প্রবিষ্ট হইলে, দেখিতে পাওয়া যায়, ত্র্যসরেণু-সকল তন্মধ্যে আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। যে কাল তিন ত্র্যসরেণু ভোগ করে[২] তাহার নাম ত্রুটি। এক শত ত্রুটিতে এক বেধ হয়। ঐরূপ তিন বেধে এক লব; তিন লবে এক নিমেষ; এবং তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়। এইরূপ পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা; এবং পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হইয়া থাকে। পঞ্চদশ লঘুর নাম এক নাড়িকা। দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত। ছয় বা সাত[৩] নাড়িকায় এক প্রহর হয়। প্রহর মনুষ্যদিগের রাত্রি বা দিবার চতুর্থাংশ। এক-প্রস্থ-পরিমিত জল যত ক্ষণে চারি মাষা স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, চতুরঙ্গুলবিস্তার শলাকা দ্বারা কৃত একটী ছিদ্র দিয়া ছয়পলপরিমাণের এক তাম্রপাত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে নিমগ্ন করে; তত ক্ষণ এক নাড়ীর পরিমাণ।

(পূর্ব্বে যে যামের কথা কহিয়াছি; সেইরূপ) চারি চারি যামে মনুষ্যদিগের দিবা বা রাত্রি হয়।[৪] পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ। (পক্ষ দুই।) কৃষ্ণ ও শুক্ল। দুই পক্ষে এক মাস। উহাই পিতৃদিগের দিবা ও রাত্রি।[৫] এইরূপ দুই মাসে

১ অর্থাৎ, যত ক্ষণে সূর্য্য দ্বাদশ-রাশি-পরিমিত স্থান অতিক্রম করেন।
২ অর্থাৎ, যত ক্ষণে সূর্য্য তিন ত্র্যসরেণু-পরিমিত স্থান অতিক্রম করেন।
৩ রাত্রি দিবার হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে ছয় বা সাত নাড়িকায় এক প্রহর হয়।
৪ চারি যামে রাত্রি এবং চারি যামে দিবা।
৫ অর্থাৎ, মনুষ্যের এক মাসে পিতৃদিগের এক দিবস।

এক ঋতু; এবং ছয় মাসে এক অয়ন। অয়নও দুই ;—দক্ষিণ এবং উত্তর। দুই অয়নে দেবতাদিগের দিবা ও রাত্রি হয়।[১]

দ্বাদশ মাসে এক বৎসর। ঐরূপ একশত বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ু নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বিদুর! গ্রহ[২] নক্ষত্র[৩] ও তারাগণের দ্বারা[৪] চিহ্নিত যে কালচক্র; তত্রস্থ কালাত্মা ঈশ্বর[৫] পরমাণু অবধি বৎসর পর্য্যন্ত কাল দ্বারা দ্বাদশরাশিময় এই ভুবনকোশ পর্য্যটন করিতেছেন। (বৎসর পাঁচপ্রকার।) সংবৎসর;[৬] পরিবৎসর;[৭] ইদাবৎসর;[৮] অনুবৎসর[৯] ও বৎসর[১০]।

যে মহাভূতবিশেষ আপনার কালশক্তি দ্বারা (বীজাদির) কার্য্য-[১১]শক্তি নানা প্রকারে প্রবর্ত্তিত করিয়া মনুষ্যদিগের মোহশান্তির[১২] নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন, এবং যিনি যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া স্বর্গাদি ফল প্রদান করিতেছেন; বৎস! সেই (তেজোমণ্ডলরূপী) বৎসর প্রবর্ত্তক (সূর্য্যকে) পূজা কর।

বিদুর বলিলেন, আপন আপন পরিমাণ অনুসারে[১৩] পিতৃ,

---

১ অর্থাৎ, মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিবস।

২ চন্দ্রাদি। ৩ অশ্বিনী প্রভৃতি। ৪ অন্যান্য নক্ষত্র। ৫ সূর্য্য।

৬ যত কালে সূর্য্য দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করেন।

৭ যত কালে বৃহস্পতি দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন।

৮ ত্রিংশৎ সূর্য্যোদয়ে যে মাস পরিমিত হয় তাহার দ্বাদশ মাস।

৯ যত কালে চন্দ্র দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করেন।

১০ নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত মাসের দ্বাদশ মাস। ১১ অঙ্কুরাদি।

১২ অর্থাৎ, সূর্য্যের গতিদ্বারা পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মনুষ্য সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

১৩ সূর্য্য যত ক্ষণে দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করেন উহা মনুষ্যদিগের এক বৎসর। ঐরূপ এক শত বৎসর উহাদিগের পরমায়ু। মনুষ্যের এক মাসে পিতৃদিগের এক দিবস। এইরূপ দিবসদ্বারা পরিগণিত এক বৎসরের এক শত বৎসর তাঁহাদিগের

দেবতা ও মনুষ্যের প্রত্যেকেরই পরমায়ু এক শত বৎসর; আমি আপনার মুখে ইহা শ্রবণ করিলাম। যে সকল জ্ঞানিগণ ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে অবস্থিতি করেন, আপনি এক্ষণে তাঁহাদিগের অবস্থা বর্ণন করুন। আপনি কালরূপী ভগবানের গতি অবগত আছেন। কারণ, ধীর ব্যক্তিরা যোগসিদ্ধ চক্ষু দ্বারা বিশ্ব অবলোকন করিয়া থাকেন।

মৈত্রেয় বলিলেন, বিদুর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি নামে চারি যুগ। প্রত্যেকের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ লইয়া ঐ যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ সমুদায়ে দেবতাদিরের দ্বাদশ বৎসর। তন্মধ্যে সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর; এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের প্রত্যেকের পরিমাণ চারিশত বৎসর। এইরূপ ত্রেতার পরিমাণ তিনসহস্র বৎসর এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেকে তিনশত বৎসর। দ্বাপরের পরিমাণ দুইসহস্র বৎসর; এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেকের দুইশত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর; এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেকে একশত বৎসর। যুগের প্রারম্ভের নাম সন্ধ্যা এবং অন্তের নাম সন্ধ্যাংশ। (পূর্ব্বেই কহিয়াছি) উহা শতসংখ্যক বৎসরে পরিমিত। ঐ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী যে কাল, যুগবেত্তারা তাহাকেই যুগ কহিয়া থাকেন। যুগধর্ম্ম ঐ কালেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সত্যযুগে ধর্ম্ম পাদচতুষ্টয়ে

পরমায়ু। মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিবস; এইরূপ দিবসে পরিগণিত এক বৎসরের এক শত বৎসর তাঁহাদিগের পরমায়ু।